প্রায়শ্চিত্তকাল

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৮ ❖ ৮ - ১৪ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

"নারী" কি সত্যিই মুক্ত, সত্যিই স্বাধীন!

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান

নাজারেথের সেই যুবতী মেয়েটি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"মরণসাগরপারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, তোমাদের স্মরি।"

প্রয়াত জন ব্যাপ্টিষ্ট ডি'কস্তা (নায়েব)
মৃত্যু: ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াত আগ্নেস রড্রিক্স
মৃত্যু: ১২ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত ক্যাথরিন ডি'কস্তা (হাসি)
জন্ম: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৯ মার্চ, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত ফিলোমিনা কস্তা
জন্ম: ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৫ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই স্মৃতিময় শোকাহত স্মরণীয় দিনগুলি, যে দিনগুলিতে তোমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গিয়েছ। তোমাদের স্মৃতি আজও আমাদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর যেন আমরাও তোমাদের পবিত্র জীবন ও আদর্শের অনুসারী হতে পারি।
পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায়–

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে–
এড্ওয়ার্ড ডি'কস্তা

ছেলে- ছেলে বউ	:	হিউবার্ট-জ্যোৎস্না, রিচার্ড-চন্দনা, রেমন্ড
মেয়ে-মেয়ে জামাই	:	লাভলী-বিপিন, লাইলী-রবার্ট, লীনা-লিটু, লীজা-আকাশ
নাতি-নাতনীরা	:	কিষাণ, কুন্তল, কৌশল, রিন্‌ভী, কলিন্স, কান্তা, ব্রেন্ডা, ব্রেডেন, গ্রেস, এঞ্জেল, মাধুর্য, মুগ্ধ রোজলীন-সাগর, রিয়া-কলিন্স, এলভিস, পূর্ণতা ।
পুতি ও পুতিন	:	অরলিন, এ্যারন, এ্যারিয়ান এবং এন্তনী ।

বিজ্ঞ/৪৫/২০২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০৮
০৮ মার্চ - ১৪ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২৩ ফাল্গুন - ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস: মর্যাদা ও সহযাত্রার আহ্বান

প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিন নারীর মর্যাদা, অধিকার ও অবদানের স্বীকৃতির দিন। খ্রিস্টধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিনটি কেবল সামাজিক আন্দোলনের অংশ নয়; এটি ঈশ্বরপ্রদত্ত মানবিক মর্যাদার এক গভীর স্মারক। কারণ পবিত্র বাইবেল আমাদের শেখায়, নারী ও পুরুষ উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। "ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন" *(আদিপুস্তক ১:২৭)*। তাই নারীর প্রতি শ্রদ্ধা কেবল সামাজিক শিষ্টাচার নয়, এটি আমাদের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সাধারণত নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক বলে বিবেচনা করা হয়। তবে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে নারী শুধুমাত্র কোনো পরিপূরক বা গৌণ সত্তা নন; তিনি সহযাত্রী, সহকর্মী এবং সৃষ্টির দায়িত্বে সমান অংশীদার। বাইবেলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী, যারা একে অপরের অভাব পূরণ করে একটি অখণ্ড মানবতা গঠন করে। অথচ আজ যখন আমরা ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছি, তখন আমাদের ফিরে দেখা প্রয়োজন–আমরা কি সেই ঐশরিক পরিকল্পনার পথে হাঁটছি, নাকি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার জালে আবদ্ধ হয়ে নারীর সম্ভাবনাকে সীমিত করে রাখছি?

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক কুসংস্কার ও বৈষম্য নারীর পথ রুদ্ধ করলেও মঙ্গলসমাচারের অন্তর্নিহিত বার্তা মুক্তি ও মর্যাদার। প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর পার্থিব জীবনে নারীদের সম্মান দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁদের সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যিশুর মনোভাবকে ধারণ করে ও তাঁর শিক্ষাকে চলমান রেখে মণ্ডলীও চেষ্টা করে নারীদের যথার্থ সম্মান ও গুরুত্ব দিতে। যদিও পুরষতান্ত্রিক এ সমাজ ও মণ্ডলীতে তা প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজে নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা এবং মণ্ডলীর উপাসনা জীবনে নারীরা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। তারা পরিবারের মেরুদণ্ড, আর যে নারী একটি সুন্দর পরিবার গড়তে পারেন, তিনি একটি সমৃদ্ধ দেশও গড়তে পারেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, সেবা ও ত্যাগের ক্ষেত্রে নারীদের মূল্যায়ন করা হলেও নীতিনির্ধারণী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় তাদের উপস্থিতি এখনো নগণ্য। আমাদের মণ্ডলী বা সামাজিক সংগঠনগুলোর উচ্চতর দায়িত্বে নারীদের অংশগ্রহণে এক অদৃশ্য দেয়াল রয়ে গেছে। জাতীয় প্রেক্ষাপটেও একই চিত্র বিদ্যমান–সংসদীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কাজে নারীদের সুযোগ এখনো সীমিত। দেশ গঠনে অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে রেখে পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়।

বিভিন্নভাবে নারীর অগ্রগতিকে আটকে রাখা হয়েছে। এখনও নারীর প্রতি সহিংসতা, অবমাননা ও বৈষম্য আমাদের সমাজের কঠিন বাস্তবতা। তবে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ আমাদের শেখায়–ভালোবাসা ধৈর্যশীল, দয়ালু, অহংকারহীন *(১ করিন্থীয় ১৩)*। তাই পরিবার, মণ্ডলী ও সমাজে এমন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যেখানে নারী নিরাপদ, সম্মানিত ও সমাদৃত হবেন। শিশু-কন্যাদের শিক্ষায় বিনিয়োগ, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ, এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ–এসবই মানবিক উন্নয়নের মৌলিক শর্ত।

নারীর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মানের কৃষ্টি গড়ে তোলা হোক আমাদের এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের অঙ্গীকার। আমরা যেন স্মরণ করি, ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো মানুষই গৌণ নন। মণ্ডলী হোক এমন এক স্থান, যেখানে নারী-পুরুষ একত্রে ঈশ্বরের মহিমার জন্য কাজ করেন; যেখানে নেতৃত্বের সুযোগ যোগ্যতা ও জীবনাহ্বানের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়; এবং যেখানে প্রতিটি কণ্ঠস্বর শোনা হয়। নারীর মর্যাদা রক্ষা মানে মানবতার মর্যাদা রক্ষা। তাই আসুন, বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে আমরা এমন এক সমাজ নির্মাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই– যেখানে নারী তাঁর ঈশ্বরপ্রদত্ত সম্ভাবনা পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারেন এবং মানব জীবনের উন্নয়নে সমান অংশীদার হয়ে ওঠেন।

সকল নারীকে জানাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। †

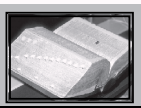

তুমি যদি জানতে ঈশ্বরের দান আর কেইবা তোমাকে বলছে আমাকে একটু জল খেতে দাও, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে আর তিনি তোমাকে দিতেন জীবনময় জল। *(যোহন ৪:১০)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

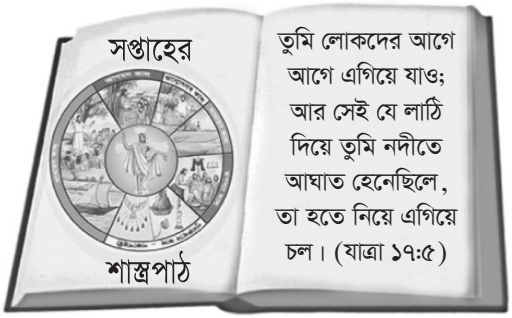

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৮ মার্চ - ১৪ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০৮ মার্চ, রবিবার
তপস্যাকালের ৩য় রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
যাত্রা ১৭: ৩-৭, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, রোম ৫: ১-২, ৫-৮, যোহন ৪: ৫-৪২ (সংক্ষিপ্ত ৪: ৫-১৫, ১৯-২৬, ৩৯-৪২)
০৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
তপস্যাকালের ৩য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
২ রাজা ৫: ১-১৫, সাম ৪২: ১-২ -- ৪৩: ৩-৪, লুক ৪: ২৪-৩০
১০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
তপস্যাকালের ৩য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
দানি ৩: ২৫, ৩৪-৪৩, সাম ২৫: ৪-৯, মথি ১৮: ২১-৩৫
১১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
২ বিব ৪: ১, ৫-৯, সাম ১৪৭: ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯-২০, মথি ৫: ১৭-১৯
১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
জেরে ৭: ২৩-২৮, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, লুক ১১: ১৪-২৩
১৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
হোসে ১৪: ২-১০, সাম ৮১: ৫-১০, ১৩, ১৬, মার্ক ১২: ২৮-৩৪
১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
হোসে ৬: ১-৬, সাম ৫১: ১-২, ১৬-১৯, লুক ১৮: ৯-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৮ মার্চ, রবিবার
+ ১৯২৮ সি. এম. ব্রিজেট হল, সিএসসি
+ ২০১৭ সি. মেরী ফিলোমিনা, এসএমআরএ (ঢাকা)
০৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৮১ সি. লাওরা সাচেল্লা, এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯০ ফা. রবার্ট ম্যাক্কী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১১ ফা. স্টিফেন গমেজ, সিএসসি (ঢাকা)
১০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৩০ ফা. সিনাই শাচ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফা. যোসেফ পি. দও (ঢাকা)
+ ২০০৫ সি. মেরী মনিকা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৭ সি. মারী লুসি, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
১১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৪১ সি. মেরী ভিতুস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সি. এম. এয়োসেবিউস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৯ সি. এম. ডিক্লন, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ সি. মিকেলিনা রেজিনা কিস্কু, সিআইসি (দিনাজপুর)
১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ২০১৩ ফা. কার্লো কালাঙ্কি, পিমে (দিনাজপুর)
১৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৫৯ সি. মেরী বেনেডিক্ট যোসেফ, পিসিপিএ (ময়মনঃ)
+ ১৯৭৭ মাদার জার্মেইন লালন্ড, সিএসসি
+ ১৯৮৪ ব্রা. লিও ডুরোয়া, সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফা. পিটার সাহা (চট্টগ্রাম)
১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৬২ সি. এম. কানিসিয়াস মিনিহ্যান, সিএসসি
+ ১৯৭৬ সি. আগষ্টিন মারী হোয়াইট, সিএসসি
+ ১৯৮৬ সি. এম. ডলোরেস ম্যাক্‌নামারা, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৮৮ ফা. রবার্ট আস্কিল, সিএসসি (ঢাকা)

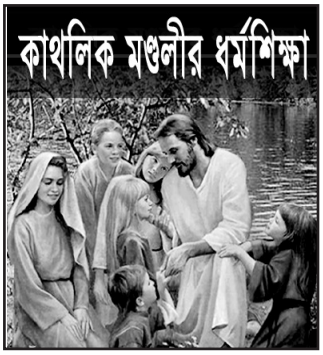

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২১২৪ "নিরীশ্বরবাদ" শব্দটি বিভিন্ন ধরনের অনেক কিছুকেই বুঝায়। এর একটা সাধারণ রূপ হচ্ছে ব্যবহারিক বস্তুবাদ। এরূপ দর্শন মানুষের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শুধুমাত্র স্থান ও কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে জ্ঞান করে। মানবতাবাদী নাস্তিকতা ভুলবশতঃ মানুষকেই তার "নিজের লক্ষ্য হিসেবে, একমাত্র পরম সৃষ্টিকর্তা এবং ইতিহাসের নিয়ন্তা হিসেবে বিবেচনা করে।" সমসাময়িক যুগের অন্য এক ধরনের নাস্তিকতা মানুষের মুক্তির সন্ধান করে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির মাধ্যমে। "এই মতবাদ প্রচার করে যে, ধর্ম স্বভাবতঃই মানুষের মধ্যে ভাবীকালের সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা জাগিয়ে এই ধরনের মুক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়। ফলে সে এই পৃথিবীতে অধিকতর সুন্দর জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতারিত ও নিরুৎসাহিত হয়।"

২১২৫ যেহেতু এই মতবাদ ঈশ্বরের অস্থিত্বকে প্রত্যাখ্যান বা অস্বীকার করে, সেহেতু নাস্তিকতাবাদ ধর্মের বিরুদ্ধে পাপ। উদ্দেশ্য বা পরিস্থিতিভেদে এই নিন্দনীয় অপরাধের গুরুত্ব যথেষ্ট কমতে পারে। "ঈশ্বরে যারা বিশ্বাসী, তারাই নাস্তিকতার প্রসারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। নিজ ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তাদের উদাসীনতা অথবা ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত শিক্ষাদান, অথবা তাদের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যর্থতার কারণে তারা ঈশ্বর ও ধর্মের আসল স্বরূপ প্রকাশ না ক'রে বরং তা লুকিয়েই রাখে।"

২১২৬ অনেক সময়ই নাস্তিকতার মূলে থাকে মানবিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। এই ধারণা কোন কোন সময় এত প্রকট হয় যে, তা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীলতা একেবারেই অস্বীকার করে। "কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করার মধ্যে মানুষের মর্যাদার কোন বিরোধিতা নেই, কেননা এই মর্যাদা ঈশ্বর থেকে আসে এবং তাঁর মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে...।" "খ্রীষ্টমণ্ডলী খুব ভাল করেই জানে যে, মানব-হৃদয়ের গোপনতম আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।"

অজ্ঞেয়বাদ

২১২৭ অজ্ঞেয়বাদের রূপ বিভিন্ন প্রকার। বিশেষ ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদী ঈশ্বরকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাকে; তার পরিবর্তে সে এমন এক অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব মেনে নেয় যা নাকি নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম এবং তার সম্পর্কে কিছু বলাও সম্ভব নয়। আবার কোন কোন সময় অজ্ঞেয়বাদী ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করে না, এই বলে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়, এমনকি তা স্বীকারও করা যায় না অথবা অস্বীকারও করা যায় না।

২১২৮ কখনো কখনো অজ্ঞেয়বাদের মধ্যে ঈশ্বরের অনুসন্ধান কিছুটা বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু তা সমভাবে উদাসীনতাও প্রকাশ করতে পারে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রশ্ন করা থেকে দূরে থাকতে ও এক ধরনের অকেজো নৈতিক বিবেক লালন করতে পারে। অজ্ঞেয়বাদ বস্তুতঃ ব্যবহারিক জীবনে নাস্তিকতারই সমতুল্য।

"তোমরা নিজেদের জন্য কোন আকারের মূর্তিতে খোদাই-করা প্রতিমা তৈরী করবে না"

২১২৯ ঐশ আদেশে মানুষের দ্বারা ঈশ্বরের যে-কোন ধরনের প্রতিমূর্তি তৈরী করা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তক এভাবে বর্ণনা করে: "যেদিন প্রভু হোরেবে আগুনের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যেহেতু সেদিন তোমরা মূর্তিমান কিছু দেখনি, সেজন্য তোমাদের নিজেদের বিষয়ে খুবই সাবধান হও, পাছে ভ্রষ্ট হয়ে তোমরা নিজেদের জন্য কোন দেবতার খোদাই-করা মূর্তি তৈরী কর...। "তিনি সত্যিই সর্বশক্তিমান অদৃশ্য ঈশ্বর, যিনি ইস্রায়েলীয়দের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। "তিনি সবকিছু", কিন্তু একই সময়ে "তিনি সেই মহান, যিনি তাঁর সমস্ত কর্মের ঊর্ধ্বে।" তিনি হলেন "সৌন্দর্যের স্বয়ং সাধক"।

ফাদার উৎপল ডমিনিক রিছিল

তপস্যাকালের ৩য় রবিবার

প্রথম পাঠঃ যাত্রা ১৭:৩-৭,

দ্বিতীয় পাঠঃ রোমীয় ৫:১-২, ৫-৮;

সুসমাচারঃ যোহন ৪:৫-৪২

যিশু হলেন আমাদের জীবন স্বামী ও জীবনময় জল। তাকে ছাড়া আমাদের জীবনটা কখনো চলে না, চলবেও না, জীবনটা শুষ্ক আর মৃত। তাঁর ভালবাসার পরশে, জীবনটা হয় সুন্দর, প্রাণময়, ও রূপান্তর ঘটে, পরিতৃপ্ত হয়, জীবন পায়, পথ চলার গতি বাড়ে, জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি পায়।

জীবনটা একটা যাত্রা। এই যাত্রা পথটা উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত ও মরুময়। আজকে যাত্রা পুস্তকে আমরা দেখি যে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন; এবং তাদের যাত্রা পথে এত কিছু করেছেন। সেই ইস্রায়েল জাতি মরুপ্রান্তরে পথ চলতে চলতে কি ভাবে শারীরিক তৃষ্ণার দরুন তাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ভালবাসা, উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বরের উপরে আস্থা হারিয়ে তারা এতটাই হতাশ হয়েছিল যে, তারা মোশীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করে বলছিলেন- "তুমি কেন আমাদের মিশর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছ? যাতে মরে যাই, এই জন্য কী? (মাসসা অর্থাৎ পরীক্ষা) আমরাও ঈশ্বরকে নানাভাবে পরীক্ষা করি---কেন এত কষ্ট? কেন সুখের সংসারটা ভেঙ্গে গেল? কেন আমার আশা পূরণ হল না? (মরিবা অর্থাৎ বিবাদ) কারণ ইস্রায়েলীয়রা নিজেদের মধ্যে খাওয়া নিয়ে বিবাদ করেছিল। আমাদের মধ্যেও যতো সমস্যা আর বিবাদ, মারামারি আর কাড়াকাড়ি শুধু এই খাওয়া নিয়ে, বাড়ি, গাড়ি, নারী, টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি নিয়ে।

মোশী নিজেই ভেবেছিল জল না পেয়ে ক্ষুব্ধ, নিষ্ঠুর ইস্রায়েল জাতি হয়তো পাথর ছুঁড়ে তাকে মেরেই ফেলবে! সে জন্যই মোশীও অধৈর্য্য হয়ে ঈশ্বরকে বলেছিল--- "এই লোকদের নিয়ে আমি যে এখন কি করি? আমি কি এদের পেটে ধারণ করেছি নাকি? পরে ঈশ্বরের কথায় মোশী লাঠি দিয়ে আঘাত করায় পাথরের বুক চিরে প্রবাহিত জল সবার তৃষ্ণা মিটিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে তৃষ্ণা তাদের ধারণ করা উচিত ছিল তা তারা কিঞ্চিৎ পরিমানও অনুভব করতে পারিনি। ঈশ্বরের কথায় পাথর চিরে বেড়িয়ে এসেছে; তবুও ইস্রায়েলদের হৃদয় এতটা কঠিন, পাষণ্ড ও স্বার্থপর---তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কথায় একটুকু গলে না, কোমল হয় না।

মঙ্গলসমাচারে আমরা দেখি যিশুর তৃষ্ণা পেয়েছে--- কিন্তু এই তৃষ্ণা শুধু সামারীয় সেই নারীর জন্য নয়; বরং আমাদের সকলেরই জন্য; সত্য, সুন্দর, ভালবাসা ও মুক্তির পথে, বিশ্বাসের তীর্থে সামিল করার তৃষ্ণা। নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে সামারীয় নারীকে পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়াস আজও অক্ষুণ্ন রেখেছেন যিশু। আমাদের শুধু প্রয়োজন সামারীয় মহিলার মতো তৃষ্ণা নিয়ে, নির্জনে, যিশুর ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় গভীরে সাক্ষাৎ করা, একটু পাশে বসা, বাস্তব-জীবন-কেন্দ্রিক সংলাপ ও পারস্পরিক ভালবাসার কুশল বিনিময় করা, তাঁর কথা শোনা ও পর্যালোচনা করা যাতে জীবনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারি। আর, যিশুকে সত্যময় ঈশ্বর হিসেবে নিঃশ্বাসে ও বিশ্বাসে-আস্থা স্থাপন করে, যেন জীবনময় জল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি; যাতে আর কোন দিন তৃষ্ণা না পায়। কারণ জীবনে যিশু জীবনময় জল থাকলে আর কোন কিছুর দরকার হয় না। তাই আজকের মঙ্গলসমাচার আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে, যিশুকে ব্যক্তিগত জীবনে আসার সুযোগ দেওয়া; সাক্রামেন্ত, প্রার্থনা ও বাণীর মাধ্যমে।

আর সামারীয় মহিলার মতো ভালবাসার যে সান্নিধ্য বা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা সাক্ষ্য দেওয়া ও নিজেদের হৃদয়কে খুলে দেওয়া অন্যদের কাছে। যাদেরকে কেউ চায় না, ভালবাসে না, অবহেলিত, অসহায়, নির্যাতিত, তাদের পাশে দাঁড়ানো।

আমাদেরও সামারীয় মহিলার মতো অনেক স্বামী আছে (বদ অভ্যাস, মন্দচিন্তা, কুদৃষ্টি, অতিরিক্ত চাহিদা, নানান আসক্তি, ভোগবাসনা, মাদকাসক্ত) এই গুলি বর্জন করতে হবে। যদি আমরা সৎভাবে তাঁর সাথে দেখা করার সাহস করি, যদি আমরা তাঁকে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করতে দেই। তবে আমরাও যিশুতে রূপান্তরিত নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত ভালবাসার মানুষ হতে পারব; তৃষ্ণার্থ থেকে পূর্ণতায়, নিরবতা থেকে সাক্ষীতে ও লজ্জা থেকে আনন্দ এবং শান্তির মানুষ হতে পারব।

ঢাকাস্থ মথুরাপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-২৯, নন্দা সরকার বাড়ী, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

স্থাপিত ঃ ০২/০৩/২০০৮ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং ঃ ০০১১১/২০২৪

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ মথুরাপুর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **০৮ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, রোজ-শুক্রবার,** সমিতির অস্থায়ী কার্যালয় : ক-২৯, সরকার বাড়ী (নীচ তলা), নন্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ঠিকানায় সকাল ৯:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছে।

অতএব, উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

বাবলু ডেভিড গমেজ
চেয়ারম্যান
ঢা. ম. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

শিপন রোজারিও
সেক্রেটারি
ঢা. ম. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

বিজ্ঞ/৫০/২৬

নাজারেথের সেই যুবতী মেয়েটি

সিস্টার নিভা গমেজ আরএনডিএম

পরম পিতা পরমেশ্বর হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা, মনের মাধুরী দিয়ে সৃষ্টি করলেন এ সুন্দর ধরত্রী মাকে। প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে তিনি নিজেই স্বীকৃতি দিলেন "ভাল হয়েছে" বলে। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সৃষ্টি করে তিনি নিজেকে বলেছেন "উত্তম হয়েছে"। এই উত্তম মানব তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এনে দিল ভালবাসার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা, বিবাদ। পিতার ভালোবাসা থেকে ছিটকে পড়লো অন্ধকারাগারে। দয়ালু পিতা তাঁর সন্তানদের কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। "... যখন সময় পূর্ণ হল, তখন পরমেশ্বর এই পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে; তিনি জন্ম নিলেন নারীগর্ভে..(গালা ৪:৪-৫)।

পিতা পরমেশ্বর বহু নারীর মধ্যে নাজারেথের সেই মেয়েটিকে বেছে নিলেন। লুক লিখিত সুসমাচার অনুসারে নাজারেথের সেই মেয়েটি ছিলেন এক কুমারী ইহুদি নারী যিনি 'দাউদ বংশীয়' যোসেফের সাথে বাগদান করেছিলেন এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে যিশুর মা হওয়ার জন্য মনোনীত। গল্পে লুক ৩জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন: মারীয়া, যোসেফ এবং যিশু। মুক্তির ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি যখন গল্পের মত পড়া হয় তখন স্বাভাবিকই মনে হয় কিন্তু যখন গল্পের গভীর প্রবেশ করা হয় তখন মনে অনেক কিছু জানার আগ্রহ জাগে। মোশির বিধান দিয়ে ঘেরা যে সমাজ সেখানে একজন ইহুদী নারীর জীবনে এমন ঘটনা মোটেও স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু পরমেশ্বরের কাছে সবই সম্ভব। মহাদূত গাব্রিয়েল পরমেশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে, পরমেশ্বরের বাড়ি থেকে নাজারেথের এই মেয়েটির কাছে এসে হাজির হন এবং তাকে সেলুট করেন (প্রণাম করেন)। অর্থাৎ মারীয়াকে সম্মান জানালেন, উচ্চ আসনে বসালেন। একজন ইহুদী নারীর সাথে পরমেশ্বরের মহান পরিকল্পনায় পূর্ণ হতে যাচ্ছে। স্বর্গদূত মারীয়াকে আদেশ করেননি যা তিনি করতে পারতেন কিন্তু তিনি মারীয়ার সম্মতির অপেক্ষা করেছেন। সৃষ্টিকর্তা তাঁরই সৃষ্টি জীবকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি কী স্বাধীনভাবে সৃষ্টি কর্তার পরিকল্পনার সাথে সহযোগিতা করবেন কী না। যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার কণ্ঠের প্রতি মনোযোগী হয়, সে-ই গ্রহণ করতে পারে পরম পিতা পরমেশ্বরের বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল আমন্ত্রণ, যা তিনি সকলের কাছে জানান, যারা তাঁকে অনুসরণ করতে চায়। পিতা পরমেশ্বর জোর করে তাঁর সন্তানদের উপর তাঁর ইচ্ছা চাপিয়ে দেন না, বরং তিনি তাঁর সন্তানদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে শুধু তুলে ধরেন পরমেশ্বরের প্রস্তাব।

মা মারীয়ার সম্মতির অপেক্ষায় পিতা পরমেশ্বর: মারীয়া প্রথমে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়, তিনি বুঝতে পারেননি কি করে এটা সম্ভব; তারতো বিয়েও হয়নি, কোন পুরুষের সংস্পর্শেও আসেনি। সেই কারণে সে তো এখনো কুমারী। মারীয়া পিতা পরমেশ্বরের একজন বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন কিন্তু তিনি সাধারণ একজন যুবতী মেয়ের মতই চিন্তা করেছেন। স্বর্গদূত মারীয়াকে আশ্বস্ত করেন, অন্তরে সাহস যোগান, পরমেশ্বর নিজেই তাঁর পরম আত্মার শক্তিতে মারীয়ার মধ্য দিয়ে এই মহান কাজটি করবেন। মারীয়ার বোন এলিজাবেথও ছয় মাসের গর্ভবতী, পরমেশ্বরের প্রতিনিধি মারীয়াকে এলিজাবেথ সম্পর্কে এক অভাবনীয় সুসংবাদ দেন। বৃদ্ধা বয়সে এলিজাবেথ যোহনের মা হতে চলেছেন। ইতিমধ্যে এলিজাবেথ ৬ মাসের গর্ভবতী বলে দূত মারীয়ার সমস্যার সমাধান দেন। যিনি এতদিন ধরে জেনে এসেছেন তার কোন সন্তান হবে না। এই বয়সে মা হওয়া পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে অসম্ভব। এদিকে মারীয়া সম্ভবত ১৪/১৫ বছরের যুবতী মেয়ে, যে নাকি কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসেনি সেও যিশুর মা হতে চলেছেন। স্বর্গদূত মারীয়াকে তার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থেকে বের করে আনেন। পিতা পরমেশ্বর যাকে ধরেন তাকে ছাড়েন না। যদিও তিনি কারো স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করেন না। কারণ তিনি অন্তর্যামী, জানেন কাকে দিয়ে কী কাজ হবে। মারীয়া তার গভীর বিশ্বাস, নম্রতা, ভালোবাসা, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ নিয়ে বলে "আমি প্রভুর দাসী তোমার বাক্যানুসারে আমার যা হবার হোক" *(লুক ১:৩৬-৩৮)*। মারীয়ার গর্ভই হলো নিয়ম সিন্ধুক বিশেষ নিরাপদ স্থান। ধন্য সেই গর্ভ, যে গর্ভ যিশুকে ধারণ করে যীশুকে পৃথিবীতে এনে দিলেন। মারীয়ার মাহাত্ম্যের কারণ হলো এই যে, তাঁর বিশ্বাস দিয়েই যিশুকে গ্রহণ ও ধারণ করলেন। সাধু আম্ব্রোজ, খ্রিস্টভক্তের কাছে বলেন: "যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি ঐশ বাণীকে ধারণ করেন ও তাঁকে জন্ম দান করেন। মারীয়া যেমন তাঁর বিশ্বাস দিয়ে প্রভুর জননী হয়ে উঠলেন, তেমনি যে ঐশ বাণীকে গ্রহণ করে, সে যিশুর জন্য হয়ে ওঠে, "ভাই, বোন ও মা"। পরমেশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব। প্রভু যিশুর দেহধারণের মধ্য দিয়েই শুরু হয় খ্রিস্টধর্ম বা খৃস্টিয়ানিটি এবং এই সময় হতে খ্রিস্টভক্তগণের নতুন প্রজন্মের শুরু।

মা মারীয়া মহান ব্যক্তিদের জীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ বিশেষ সময়ের সাক্ষী। তিনি দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মের সাক্ষী, মা মারীয়ার নিজের ঐশ পুত্র যিশুর জন্মের সাক্ষী এবং ক্রুশের নীচে, যখন যিশু মৃত্যুর আগে তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন "মা, ওই দেখ, তোমার ছেলে" *(যোহন ১৯: ২৬)*। যেই মূহূর্তে যিশু এই বাণী উচ্চারণ করলেন সেই মূহূর্তেই যোহন নতুন করে জন্ম নিলেন। তাই মা মারীয়া প্রেরিত শিষ্য যোহনের দ্বিতীয় জন্মের সাক্ষী। একই সাথে মা মারীয়া মুক্তির ইতিহাসে বড় বড় ঘটনারও সাক্ষী যেমন: এলিজাবেথের সাথে মারীয়ার সাক্ষাৎ *(লুক ১:৪০)*, কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে *(যোহন ২: ১-২)*, এবং যিশুর মৃত্যুর সময় *(যোহন ১৯: ৩৩)*। যিশু স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে এলেন, তেমনি মা মারীয়া নিজ বাড়ি ছেড়ে এলিজাবেথের বাড়ি যান। খ্রিস্টভক্তগণ নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যের কাছে যান যিশুকে নিয়ে।

দু' মহীয়সী নারীর সাক্ষাৎ ও দু' মহান পুরুষের সাক্ষাৎ লুক ১:৩৯-৪৫ দূতের প্রস্থানের সাথে সাথে ১৪ বছরের যুবতী মেয়ে মারীয়া নাজারেথ থেকে পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে দুর্গম পথ অতিক্রম করে যুদিয়ায় এজিবেথের বাড়িতে হাজির হয়। এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন "তুমি নারীকুলে ধন্যা, তোমার গর্ভফল যিশুও ধন্য"। আমার এমন সৌভাগ্য হলো কী করে যে, আমার প্রভুর মা আমার কাছে এলেন" *(লুক ১:৩৯-৪৫)*। মুক্তির ইতিহাসে এক বিশেষ মুহূর্ত- দু'গর্ভবতী নারী, সামনা-সামনি দাড়িয়ে প্রভুর প্রশংসায় বিভোর। এলিজাবেথকে দেখামাত্র মারীয়া শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সাথে সাথে তার গর্ভের শিশুটি নেচে উঠে। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মহা মিলন। লুক দু' মাকে এক সাথে ঘটনায় উপস্থাপন করেন। দু' মায়ের সাথে দু' সন্তানেরও সাথে সাক্ষাৎ। এই দু'মায়ের মধ্য দিয়ে পরমেশ্বরের মহান কাজ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মারীয়া পুরুষের সংস্পর্শে না এসে যিশুকে গর্ভে ধারণ করেন। এলিজাবেথ বৃদ্ধা বয়সে যোহনকে গর্ভে ধারণ করেন। এলিজাবেথের কাছে মারীয়া নিজেকে এবং যিশুকে বয়ে আনেন এবং পবিত্র আত্মা, বৃদ্ধা মাকে ও তাঁর গর্ভে থাকা সন্তানকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করে তোলেন। মারীয়ার গর্ভে যিশু রহস্যময় দেহ এখন দীক্ষাগুরু যোহনকে

খ্রিস্টের আত্মায় পূর্ণ করলেন। ভক্তের অন্তরে "পবিত্র আত্মার অবতরণের আগেই পবিত্র আত্মার অবতরণ"। যা হবার কথা যিশুর ৩৩ বছর পর যিশুর রহস্যময় দেহ, খ্রিস্ট মণ্ডলী ও মা মারীয়ার উপর পবিত্র আত্মার আগমনের দিন *(শিষ্য ২:৩)*। যিশু, দীক্ষাগুরু যোহনকে পবিত্র করে তোলেন।

দীক্ষাগুরু যোহন এলিজাবেথের গর্ভে নেচে উঠার কয়েকটি বিষয় লক্ষনীয়: মা মারীয়া তাদের প্রভুকে বহন করলেন। দীক্ষাগুরু যোহনের আনন্দকে সম্মান প্রদর্শন করা হলো কারন পিতা পরমেশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে চলছে ঈশ্বর-মানুষ যিশুর মধ্য দিয়ে। এলিজাবেথ মা মারীয়াকে ধন্যা বলে সম্মোধন করেন কারন তিনি একজন আদর্শ বিশ্বাসী ইহুদী নারী পিতা পরমেশ্বরের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস প্রমানিত।

১:৪৪-৪৫ দ্বিতীয় অংশ সবচেয়ে সুন্দর প্রার্থনাটি খ্রিস্টভক্তগণ প্রতিদিনই বিশ্বাস,ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্রার্থনাটি করে। মহাদূত গাব্রিয়েল "প্রণাম মারীয়া, প্রসাদে পূর্ণা" বলে মা মারীয়াকে অভিবাদন জানালেন *(লুক ১:২৮)*। এই প্রার্থনাটি পরবর্তি অংশটুকু এলিজাবেথ যোগ করে বলে উঠে, মা মারীয়া নারীদের মধ্যে ধন্যা, মারীয়ার গর্ভে যে সন্তান যিশুও ধন্য। এলিজাবেথ বৃদ্ধ বয়সে মারীয়ার গর্ভে যীশুর আগমন শুনে সত্যি খুব আনন্দিত তাই তিনিই প্রথম নারী যিনি মারীয়াকে বিশ্বের কাছে প্রভুর মা/ঈশ্বরের মা বলে ঘোষণা করেন। এই বিষয়টি এলিজাবেথ মা মারীয়ার কাছ থেকে যতটুকু না শিখেছেন তারচেয়ে অধিক পরিমাণে শিখেছেন পবিত্র আত্মার আলোয় আলোকিত হয়ে। মা মারীয়া পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছেন গাব্রিয়েল দূতের কাছ থেকে আর এলিজাবেথ পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছেন মা মারীয়ার কাছ থেকে।

মা মারীয়ার আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তিনি এলিজাবেথের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। মা মারীয়া আবার যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর সময় নিজেকে যিশুর সেবায় নিয়োজিত করেন। মা মারীয়া তাঁর নিজের জন্য এমন কি তাঁর পুত্র যিশুর জন্য শুধু করেননি। তিনি যা কিছু করেন সবই বিশ্ববাসীর জন্য করেন। ঐশপুত্রকে গর্ভে ধারণ করে তিনি এলিজাবেথের সাথে দেখা করে বৃদ্ধ এলিজাবেথকে মনে প্রাণে যুবতী করে তোলেন। এলিজাবেথ তাঁর পুত্র দীক্ষাগুরুর যোহনের মৃত্যু হেরোদীয় মেয়ের হাতে হবে তা দেখে যাননি কিন্তু মা মারীয়া জীবিত থেকে তা দেখে গিয়েছেন।

মা মারীয়ার প্রশংসা গীতি: লুক ১:৪৬-৫৫

"প্রভুর মহিমা কীর্তন করে আমার প্রাণ" *(লুক ১:৪৬)*। মা মারীয়ার প্রশংসা স্তোত্রটি পিতা পরমেশ্বরের প্রতি মারীয়ার কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, আশীর্বাদ, বিশ্বাস এবং নম্রতার একটি সুন্দর ও শক্তিশালী প্রার্থনা। মা মারীয়ার প্রশংসা গীতিটি পরম পিতার বৈশিষ্ট্য/গুণাবলী প্রভু যিশু রক্ত-মাংসে রূপে প্রকাশ পায় যা দু'টি অংশে দেখানো যেতে পারে। প্রথম অংশ ১:৪৬-৫০ যেখানে মা মারীয়া পরমেশ্বরকে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন কারণ ছোটবেলা থেকেই ইহুদী জাতির কৃষ্টি, ধর্ম বিশ্বাসের ধ্যাণে-জ্ঞানে বড় হয়েছেন। দ্বিতীয় অংশ ১:৫১-৫৫ মা মারীয়া পরমেশ্বর যা কিছু এই জাতির জন্য করেছেন এবং জাতির ঈশ্বর যিনি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন, বিশ্বাস করেছেন।

মা মারীয়া সম্ভবত ১৪/১৫ বছরের যুবতী মেয়ে কীভাবে পিতা পরমেশ্বরের মন জয় করেছে এবং পিতা পরমেশ্বর কীভাবে মারীয়াকে তাঁর প্রেমে আবদ্ধ করেছে সেটাই এই স্তোত্রটির মধ্যে প্রকাশ পায়। মা মারীয়ার জন্মের শত শত বছর আগে তার জাতির আান্নার কণ্ঠেও একই সঙ্গীতটি *(১ম সামূয়েল ২:১-১০)* শোনা যায়। মা মারীয়ার প্রশংসা সঙ্গীতের সাথে আন্নার কণ্ঠের সঙ্গীতের অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। মা মারীয়া শিখেছেন তার জাতির কাছ থেকে। খ্রিস্টভক্তগণ শিখেন মা মারীয়ার কাছ থেকে কীভাবে পরমেশ্বরের প্রশংসা করতে হয়। সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় মারীয়া তার নিজের প্রশংসা বা গুনগান গাইছে, তা নয়। মারীয়া তাঁর বিজ্ঞতা, সুগভীর অনুধ্যাণ, ঐশবাণীর উপর যার ভিত্তিমূল প্রোথিত, যার অন্তর্নিহিত অর্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। মারীয়ার স্বজাতি যেভাবে পরমেশ্বরের প্রশংসা করেছেন তাদেরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পবিত্র আত্মায় বিভোর হয়ে আবেগময় ভাষায় পিতা পরমেশ্বরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা সঙ্গীতের প্রকাশ। মানবজাতির মুখমণ্ডল বহু বছর ধরে পাপে ঢাকা ছিল। প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে ডাকলেন, "তুমি কোথায়" *(আদি ৩:৯)*। পরমেশ্বরের কাছ থেকে লুকায়িত ছিল কিন্তু মা মারীয়া মানবের পাপে ঘেরা মুখমণ্ডলের পর্দা উন্মোচন করলেন। মারীয়া পরমেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে এবং পরমেশ্বরের দিকে চোখ তুলে উচ্চ স্বরে পরমেশ্বরের প্রশংসা গেয়ে উঠেন। যখন পরমেশ্বর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেন তখন মানুষ পরমেশ্বরের কথা চিন্তা না করে তাঁকে ভালবাসতে শুরু করে। মা মারীয়ার মহিমাগানে তার নিজের জন্য কিছু চাওয়ার ছিল না। মারীয়া অন্তর শুধু পরমেশ্বরের বন্দনা গানে মগ্ন। মা মারীয়া শিখেছেন পরম পিতার প্রশংসা করতে তার জাতির কাছ থেকে। এলিজাবেথ যখন উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল *(লুক ১:৪২)* মা মারীয়া তখন তাঁর প্রভুর প্রশংসা গানে মেতে উঠেন। আলো যেমন আয়নার উপর উজ্জ্বল হয়ে উঠে তেমনি মা মারীয়া এলিজাবেথের মুখে তাঁর প্রশংসা শোনামাত্র তাঁর অন্তর প্রভুর মহিমা গানে ভরে উঠে। এই উচ্ছ্বাস ভরা আনন্দ মা মারীয়া নিজের মধ্যে জমা করে রাখেননি বা শুধু স্বীকার করেও থেমে থাকেনি, সাথে সাথে পরমেশ্বরের কাছে দিয়েছেন, যিনি ছিলেন, যিনি আছেন, যিনি আসছেন, যিনি সমস্ত গৌরব, সম্মান, পরাক্রম, ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা, শক্তি ও স্তুতিবাদ গ্রহণের যোগ্য *(প্রত্যাদেশ ৪: ৮, ১১)*।

মা মারীয়া তিন মাস এলিজাবেথের কাছে ছিলেন এবং তিন মাসে মারীয়ার কাছে ৮টি কল্যাণ বাণী উচ্চারিত হয় মহদূত গাব্রিয়েল ও এলিজাবেথের মধ্য দিয়ে। দূত মুখে পরম আশিস বাণী:

- ধন্যা তুমি, প্রভুর তোমার সঙ্গেই আছেন, ভয় পেয়ো না মারীয়া, তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ।
- ধন্যা তুমি, মহান মানবের জন্ম দাতা হবে।
- ধন্যা তুমি, পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন, পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি।
- ধন্যা তুমি, পরমেশ্বরের ইচ্ছাই তোমার গতি হোক।

এলিজাবেথের মুখে উচ্চারিত আশিস বাণী

- ধন্যা তুমি, কারণ তুমি বিশ্বাস করেছ। পরমেশ্বরকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছ।
- ধন্যা তুমি, সকল নারীদের মধ্যে।
- ধন্যা তুমি, তোমার গর্ভফলও ধন্য।
- ধন্যা তুমি, ঐশ বাণী তোমার গর্ভে রক্ত-মাংসে রূপধারণ করে পরমেশ্বরের পরিকল্পনা আজই পূর্ণ হলো।

মা মারীয়া প্রশংসা গীতিকাটি খ্রিস্টভক্তদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পিতা পরমেশ্বর সব সময় তাঁর সন্তানদের জন্য এবং তাদের সাথে থেকেই মহান কাজ করতে চান বিশেষ করে যারা নম্র হৃদয়, বিশ্বাসে ভরা যাদের মন। যিশুর মুক্তির কাজ শেষ হয়ে যায়নি এখনও চলছে এবং এ মহান কাজটি চলতেই থাকবে। মা মারীয়ার আদর্শকে সামনে রেখে আমরা খ্রিস্টভক্তগণ প্রভুর দেখানো পথে চলতে পারি এই প্রার্থনাই রাখি মা মারীয়ার কাছে।

তথ্যসূত্র:

- মঙ্গল বার্তা
- The New Jerome Biblical Commentary
- The World's First Love by Fulton J. Sheen

ক্রুশ তলে ফিরে এসো

অর্নেট ব্লেইজ পেরেরা

মানুষের জীবন যেন এক অন্তহীন দৌড়। শৈশব থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। ভালো রেজাল্ট, ভালো কলেজ, ভালো চাকরি, ভালো অবস্থান। আমরা শিখি কীভাবে এগিয়ে থাকতে হয়, কীভাবে জিততে হয়, কীভাবে নিজের জায়গা দখল করতে হয়। কিন্তু কেউ শেখায় না, কীভাবে থামতে হয়। কেউ শেখায় না কীভাবে ভাঙা হৃদয় নিয়ে দাঁড়াতে হয়। কেউ শেখায় না, কীভাবে নিজের ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হয়।

এই থামার জায়গাটাই হলো ক্রুশের তলে। ক্রুশ কোনো গল্পের চরিত্র নয়, কোনো ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নও নয়। এটি এমন এক বাস্তবতা, যেখানে ভালোবাসা নিজের সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে। ক্রুশ হলো সেই স্থান, যেখানে বিচার নয়, দয়া কথা বলে; যেখানে প্রতিশোধ নয়, ক্ষমা জয়ী হয়; যেখানে শক্তি নয়, আত্মসমর্পণই মহত্ত্ব।

আজকের পৃথিবী শক্ত মানুষের গল্প পছন্দ করে। সফল মানুষের গল্প ছাপা হয়। যাদের জীবন নিখুঁত, যাদের মুখে সবসময় হাসি, যাদের হাতে সাফল্যের ট্রফি তাদেরই সামনে আনা হয়। কিন্তু যারা রাতের অন্ধকারে কাঁদে, যারা ভেতরে ভেঙে পড়ে, যারা অপরাধবোধে পুড়ে তাদের গল্প কেউ শোনে না। ক্রুশ সেই অশ্রুর গল্প জানে। ক্রুশের তলে দাঁড়ানো মানে নিজের মুখোশ খুলে ফেলা। স্বীকার করা আমি দুর্বল। আমি ভুল করেছি। আমি ভেঙে গেছি। এই স্বীকারোক্তি সহজ নয়। আমরা অভ্যস্ত নিজেকে ঠিক প্রমাণ করতে। আমরা অভ্যস্ত অন্যকে দোষ দিতে। সমাজকে, পরিস্থিতিকে, সময়কে। কিন্তু ক্রুশের সামনে দাঁড়ালে আর কারও দিকে আঙুল তোলা যায় না। সেখানে নিজের হৃদয়টাই উন্মুক্ত হয়ে যায়।

আমরা অনেকেই ভাবি, বিশ্বাস মানে নিয়ম পালন করা। প্রার্থনা করা, উপবাস রাখা, উৎসবে অংশ নেওয়া। এগুলো অবশ্যই মূল্যবান। কিন্তু বিশ্বাস শুধু আচার নয়, বিশ্বাস সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্কের কেন্দ্রে আছে আত্মত্যাগ। ক্রুশ সেই আত্মত্যাগের প্রতীক।

ক্রুশ আমাদের শেখায়, ভালোবাসা শুধু অনুভূতি নয়, সিদ্ধান্ত। যখন কষ্ট আসে, যখন অন্যায় হয়, যখন প্রত্যাখ্যান আসে তখনও ভালোবাসতে পারা এক অলৌকিক শক্তি। সেই শক্তির উৎস ক্রুশ।

আজ মানুষ খুব একা। সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজার বন্ধু, কিন্তু হৃদয়ে গভীর নিঃসঙ্গতা। সবাই নিজের সেরা ছবি দেখায়, কিন্তু কেউ নিজের কান্না দেখায় না। আমরা এক অদ্ভুত ভান করা সুখের ভেতর বাস করছি। অথচ রাতের বেলা বালিশ ভিজে যায় অজানা দুঃখে। ক্রুশ এই ভান ভেঙে দেয়।

ক্রুশ বলে, তুমি অভিনয় করো না। তুমি যেমন, তেমনভাবেই এসো। তোমার ব্যর্থতা নিয়ে এসো। তোমার অপরাধবোধ নিয়ে এসো। তোমার ভাঙা স্বপ্ন নিয়ে এসো। কারণ এখানে কেউ তোমাকে বিচার করবে না।

আমরা প্রায়ই ঈশ্বরকে ব্যবহার করতে চাই। যখন প্রয়োজন, তখন ডাকবো; কাজ শেষ হলে ভুলে যাবো। কিন্তু ক্রুশ আমাদের শেখায়, ঈশ্বর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নয়। তিনি জীবনের কেন্দ্র। ক্রুশের তলে ফিরে আসা মানে নিজের জীবনের অগ্রাধিকার বদলে ফেলা।

অনেক সময় আমরা ভাবি, যদি আমার জীবন ঠিকঠাক চলে, যদি সবকিছু সুন্দর থাকে, তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু যখন ঝড় আসে! যখন অসুখ আসে! যখন প্রার্থনার উত্তর দেরিতে আসে! তখন বিশ্বাস কাঁপতে শুরু করে।

ক্রুশের দিকে তাকালে আমরা দেখি, কষ্ট মানেই পরিত্যাগ নয়। কষ্টের ভেতরেও ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকে। যন্ত্রণা কখনো কখনো পরিশুদ্ধ করে। ভেঙে দেয় অহংকার। নরম করে হৃদয়।

ক্রুশ তলে ফিরে আসা মানে এই বোঝা আমার জীবন কেবল আমার জন্য নয়। আমার কষ্টও অর্থহীন নয়। আমার ত্যাগও বৃথা নয়।

ক্ষমা করার বিষয়টি সবচেয়ে কঠিন। কেউ যদি আমাদের আঘাত করে, আমরা তাকে ভুলতে পারি না। মনে মনে হিসাব রাখি। কিন্তু ক্রুশ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা নিজেরাও ক্ষমা পেয়েছি। আমরা যেমন দয়া পেয়েছি, তেমনি আমাদের দয়া করতে শিখতে হবে।

নিজেকে ক্ষমা করাও বড় চ্যালেঞ্জ। অতীতের ভুল, ব্যর্থ সম্পর্ক, ভুল সিদ্ধান্ত এসব আমাদের তাড়া করে। আমরা ভাবি, আমি অযোগ্য। আমি আর নতুন করে শুরু করতে পারবো না। কিন্তু ক্রুশের তলে দাঁড়ালে বোঝা যায়, শেষ বলে কিছু নেই। নতুন সূচনা সবসময় সম্ভব।

ক্রুশ আমাদের বিনয় শেখায়। আজকের যুগে সবাই নিজের কথা বলতে ব্যস্ত। নিজের সাফল্য, নিজের কৃতিত্ব, নিজের অর্জন। কিন্তু ক্রুশ নীরব। তার শক্তি তার নীরবতায়।

এই নীরবতা দুর্বলতা নয়। এটি গভীর শক্তি।

যখন আমরা ক্রুশের তলে ফিরে আসি, তখন আমরা নতুন দৃষ্টি পাই। আমরা বুঝতে পারি, জীবনের আসল মূল্য কতটা ভালোবাসলাম, কতটা সৎ রইলাম, কতটা বিশ্বস্ত থাকলাম।

সমাজ আজ বিভক্ত। মতভেদ, দ্বন্দ্ব, হিংসা-সবকিছু আমাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ক্রুশ মানুষকে একত্রিত করে। সেখানে ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শক্ত-দুর্বল সবাই সমান। কারণ সবারই প্রয়োজন দয়া।

ক্রুশ তলে ফিরে আসা মানে নিজের জীবনকে পুনর্মূল্যায়ন করা। আমি কি শুধু নিজের স্বার্থে বাঁচছি? নাকি অন্যের জন্যও কিছু করছি? আমি কি শুধু সুবিধা খুঁজি? নাকি সত্যের জন্য দাঁড়াতে পারি?

এই প্রশ্নগুলো অস্বস্তিকর। কিন্তু এগুলোই মুক্তির দরজা খুলে দেয়।

ক্রুশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, ভালোবাসা কখনো সহজ ছিল না। ত্যাগ কখনো জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু সত্যিকারের পরিবর্তন সবসময় ভেতর থেকে শুরু হয়।

আজও সেই ক্রুশ দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো কোনো গির্জার দেয়ালে, হয়তো কারও ঘরের কোণে, হয়তো কারও হৃদয়ের গভীরে। কিন্তু তার ডাক একই-'ফিরে এসো'।

তুমি যদি ক্লান্ত হও, ফিরে এসো।

তুমি যদি অপরাধবোধে ভুগো, ফিরে এসো।

তুমি যদি ভেঙে পড়ো, ফিরে এসো।

তুমি যদি পথ হারাও, ফিরে এসো।

ক্রুশের তলে শেষ নেই, আছে নতুন শুরু। সেখানে লজ্জা নয়, আছে গ্রহণযোগ্যতা। সেখানে অন্ধকার নয়, আছে আলো।

ফিরে এসো ক্রুশ তলে। কারণ সেখানেই মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়। সেখানেই হৃদয় শান্তি খুঁজে পায়। সেখানেই ভাঙা জীবন নতুন অর্থ পায়।

আর হয়তো, সেখান থেকেই শুরু হয় তোমার সত্যিকারের জীবন।

“নারী” কি সত্যিই মুক্ত! সত্যিই কি স্বাধীন!

রিক্তা জেনেভিব গমেজ

আজ নারীর পায়ে আর লোহার বেড়ি নেই, হাতে শিকল নেই। কিন্তু সমাজের রীতিনীতি, কুসংস্কার, পারিবারিক নিয়ম আর ভ্রান্ত ধারণার অদৃশ্য বন্ধন আজও তার হাত-পা বেঁধে রাখে। আমরা বলি যে যুগ বদলেছে। এখন নারী-পুরুষ সমান অধিকার। তারা একসাথে পড়াশোনা করছে, একসাথে কাজ করছে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়, সত্যিই কি সব বদলেছে? আজও প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্তে নারীকেই দোষারোপ করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় নারীরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। আমরা নিজেরা নারী হয়েও অনেক সময় সবার আগে আঙ্গুল তুলি অন্য নারীর দিকে।

কেন একটি নারীকে/মেয়েকে সবসময় বডি শেমিংয়ের শিকার হতে হয়? কেন তার শরীর, তার রং, তার গঠন, তার চুল, তার নখ সবকিছু সমাজের আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে? একজন নারী মোটা হলে সমস্যা, চিকন হলেও সমস্যা। বেশি ফর্সা শ্যামলা বা কালো হলে মন্তব্য। লম্বা হলে অস্বস্তি, খাটো হলেও তুচ্ছতা। কিন্তু একজন ছেলের ক্ষেত্রে বলা হয় “সোনার আংটি বাঁকা হলেও দামি।” কেন এই দ্বৈত বিচার বিশ্লেষণ? নারী কি কোনো প্রদর্শনীর বস্তু ? একটি মেয়ের মূল্যায়ন কেন তার রং আর বর্ণ, শারীরিক গঠন দিয়ে করা হবে? কেন তার মেধা, মানবিকতা, ব্যক্তিত্ব ও সফলতা নয় ?

যদি কোনো মেয়ে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু হয়, তখন সেই নবজাতক কন্যাশিশুকে পর্যন্ত অপয়া, ডাইনি বলে দোষারোপ করা হয়। একটি নিষ্পাপ প্রাণ, যে পৃথিবীর আলো দেখতে না দেখতেই তার মাকে, মায়ের স্নেহ, মায়ের মমতা হারিয়েছে তাকেই দায়ী করা হয়। এ কেমন নিষ্ঠুরতা?

একজন নারী যখন ঘরের বাইরে কাজ করতে যায়, সে কি সত্যিই নিরাপদ?

একজন পুরুষ যেমন অবাধে চলাফেরা করতে পারে, একজন নারী কি তেমনভাবে চলতে পারে? নাকি প্রতিটি পদক্ষেপে তাকে সহ্য করতে হয় হায়েনার মতো লোলুপ দৃষ্টি, অশ্রদ্ধার আচরণ?

বাবার বাড়িতে কি ভাই-বোনের সমান অধিকার থাকে? নাকি এখনো অনেক পরিবারে মেয়েরা “বোঝা” আর ছেলেরা “বংশের বাতি”? এই বৈষম্যের বীজই তো ছোটবেলা থেকে নারীর হৃদয়ে বেদনায় পরিণত হয়।

সমাজের আরেক নির্মম চিত্র “ভালোবাসা”। একজন মেয়ে যদি ভালোবাসে, যদি কোনো সম্পর্কে জড়ায়, তবে তার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তার অতীতকে টেনে এনে তার ভবিষ্যৎ ভেঙে দিতে অনেকেই পিছপা হয় না। বিয়ের প্রস্তাব এলেও বলা হয়, মেয়েটার আগে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু একজন ছেলের অতীত? তার প্রেম? তার সম্পর্ক? সেগুলো কখনোই তার চরিত্রের মাপকাঠি হয় না। কেন

এই দ্বিমুখী বিচার? পরকীয়া হোক বা প্রেম/ভালোবাসা হোক, হোক অন্য কোনো সম্পর্ক, দোষ কি শুধু নারীর? একটি সম্পর্ক ভাঙার পেছনে যেমন একজন পুরুষের ভূমিকা থাকে, তেমনি একজন নারীরও থাকে। তবু সমাজের আঙুলটা সবসময় নারীর দিকেই ওঠে। তাহলে সমান অধিকার কোথায়? অতীতের সবকিছু ভুলে একটি মেয়ে যখন নতুন করে সংসার জীবনে পা রাখে, তখন তার একটাই ইচ্ছে থাকে সম্মান আর নতুনভাবে বাঁচার সুযোগ। কিন্তু সে যতই অতীতকে পেছনে ফেলে সামনে এগোতে চায়, সমাজ বা আশেপাশের কিছু মানুষ তাকে সেই সুযোগটুকুও দেয় না। প্রতিনিয়ত খোঁচা দিয়ে, পুরোনো সম্পর্কের কথা তুলে তাকে মনে করিয়ে দেয় “তোমার তো অমুকের সাথে সম্পর্ক ছিল, কিংবা ও তো একবার সংসার ভেঙেছে”। এই কথাগুলো শুধু শব্দ নয়, এগুলো একটি মেয়েকে অনেক আঘাত করে তার আত্মসম্মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। একটি মানুষের অতীত থাকতে পারে, কিন্তু সেই অতীতই তার পুরো পরিচয় নয়। যে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায়, তার নিজেকে পরিবর্তনের ইচ্ছা তাকে অতীতের শেকলে বেঁধে রাখা অন্যায়। প্রত্যেক মানুষেরই অধিকার আছে ভুল থেকে শেখার, নতুন করে বাঁচার এবং সম্মানের সাথে নিজের বর্তমান গড়ে তোলার।

একটি মেয়ে জন্মের পর থেকেই শেখে এভাবে হাঁটা যাবে না, ওভাবে বসা যাবে না, জোরে হাসা যাবে না, উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না। তার পোশাক, তার চলন, তার হাসি, সবকিছুর ওপর থাকে নিয়ন্ত্রণের অদৃশ্য প্রহরী। সে বাবার বাড়িতে নিয়মের বেড়াজালে বড় হয়, আর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও নতুন নিয়মের জালে জড়িয়ে পড়ে।

অনেক মেয়ে ভাবে বিয়ের পর হয়তো নিজের মতো করে বাঁচতে পারবো।কিন্তু বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রে প্রায়ই ভিন্ন হয়। শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ, সামাজিক চাপ, সংসারের দায়িত্ব সব মিলিয়ে তার স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। নারী বাইরে কাজ করে, সংসার সামলায়, সন্তান লালন-পালন করে। দুটি পৃথিবী একসাথে বয়ে নিয়ে চলে। তবুও তাকে শুনতে হয় সারাদিন শুয়ে বসে খায়, সে কিছুই করেনা, পুরুষই বেশি পরিশ্রম করে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যেখানে সমান মর্যাদা থাকার কথা, সেখানে অনেক সময় নারীকে ছোট করা হয়, প্রতিনিয়ত অপমান করে নিচু দেখানো হয়, তার অবদানকে অস্বীকার করা হয়। তাহলে প্রশ্ন জাগে–

এই সমাজে নারী কীভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ? কিভাবে নারী পুরুষ সমান মর্যাদা পাবে? নারী দুর্বল নয়। নারী অক্ষম নয়।

সে মা, সে বোন, সে স্ত্রী, সে কন্যা। কিন্তু তার পরিচয় শুধু এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে একজন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, তার অনুভূতি আছে, স্বপ্ন আছে, আত্মসম্মান আছে, নিরাপদ পরিবেশে বাঁচার অধিকার আছে। সত্যিকারের স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন বোঝা নয়, মেয়ের জন্মে আনন্দ হবে। যখন ভালোবাসা অপরাধ হবে না, চরিত্রের বিচার একপাক্ষিক হবে না, ঘর আর বাইরের কাজের মূল্য সমানভাবে স্বীকৃত হবে, নারীকে নিয়ন্ত্রণ নয়, সম্মান করা হবে। সময় এসেছে এই মানসিকতার বদল আনার আর সম-সম্মান পাওয়ার অধিকার। বন্ধ করতে হবে খুঁত খোঁজার প্রতিযোগিতা। নারী মুক্ত হবে তখনই, যখন সমাজ তার দিকে আঙুল তোলা বন্ধ করবে আর তার হাত ধরে বলবে–

তুমি মানুষ, তুমি সমান, তুমি মায়ের জাত, তুমি স্বাধীন, তুমি তুলনাহীন !!!!

Happy Woman’s Day!!!! 2026

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান

মালা রিবেরু

নারী মানবসমাজের অর্ধাংশ এবং উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। একটি দেশের সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নের ওপর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ এবং বাংলাদেশ–দুই ক্ষেত্রেই গত কয়েক দশকে নারীর অবস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তবে অগ্রগতির পাশাপাশি রয়ে গেছে নানা চ্যালেঞ্জ ও বৈষম্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নারীদের অবস্থান: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মূলত Association of Southeast Asian Nations (আসিয়ান)-ভুক্ত দেশগুলো নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam ও Singapore প্রভৃতি দেশ।

শিক্ষা: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের ভর্তির হার প্রায় সমান। বিশেষ করে Philippines ও Singapore-এ উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ফলে কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান: Vietnam ও Indonesia-এ শিল্প ও রপ্তানিমুখী খাতে নারীদের বড় অবদান রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। তবে মজুরি বৈষম্য ও নেতৃত্বের পদে নারীর স্বল্প উপস্থিতি এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নারী নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন Corazon Aquino ও Megawati Sukarnoputri রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবুও অধিকাংশ দেশে সংসদ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব এখনও সীমিত।

চ্যালেঞ্জ

গার্হস্থ্য সহিংসতা

মানব পাচার

শ্রম অধিকার লঙ্ঘন

প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় সীমাবদ্ধতা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

বাংলাদেশে নারীদের অবস্থান: Bangladesh-এ গত কয়েক দশকে নারীদের অবস্থানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক সচেতনতায় নারীরা দৃশ্যমানভাবে এগিয়ে এসেছে। তবে এই অগ্রগতির পাশাপাশি এখনো বিদ্যমান রয়েছে নানা সামাজিক ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবস্থান: বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের ভর্তির হার সন্তোষজনক। সরকার উপবৃত্তি, বিনামূল্যে বই বিতরণ ও নারী-বান্ধব নীতিমালার মাধ্যমে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষায়ও নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে। তবে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মেয়েদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার এখনও একটি উদ্বেগের বিষয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থান: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে লক্ষ লক্ষ নারী কর্মরত। এ খাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বড় ভূমিকা রাখছে। এছাড়া কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি এবং সেবা খাতেও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কর্মক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা এবং উচ্চপদে নারীর স্বল্প উপস্থিতি এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থান: বাংলাদেশে নারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব আন্তর্জাতিকভাবে উল্লেখযোগ্য। জাতীয় পর্যায়ে নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর নেতৃত্ব দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যবস্থা রয়েছে, যা নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। তবে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় ভূমিকা আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

সামাজিক অবস্থান ও চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশে নারীরা সামাজিক অগ্রগতির পথে এগোলেও কিছু সমস্যা এখনো বিদ্যমান:

১. বাল্যবিবাহ

২. যৌতুক প্রথা

৩. গার্হস্থ্য সহিংসতা

৪. যৌন হয়রানি

৫. কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য

বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে সামাজিক কুসংস্কার ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা নারীদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

সম্ভাবনা ও করণীয়: বাংলাদেশে নারীর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন–

১. মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন

২. সমান মজুরি নিশ্চিতকরণ

৩. নিরাপদ কর্মপরিবেশ

৪. আইনের কার্যকর প্রয়োগ

৫. নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ

ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে নারীরা ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যেতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নারীদের অবস্থানগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও পূর্ণ সমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন–আইনের কার্যকর প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণ এবং সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার আদায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও পূর্ণ সমতা এখনো অর্জিত হয়নি। আইনের কার্যকর প্রয়োগ, শিক্ষা বিস্তার, অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি এবং সামাজিক মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর অধিকার আরও সুদৃঢ় করা সম্ভব।

নারীর ক্ষমতায়ন কেবল একটি মানবাধিকার ইস্যু নয়; এটি টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের মূল ভিত্তি। নারীকে সমান সুযোগ ও মর্যাদা প্রদান করা গেলে সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই শক্তিশালী হবে।

মন ফিরাও যিশুর প্রেমে আলোকিত হও

সুনীল পেরেরা

ঐশপুত্র যিশু। কেউ তাকে বলেছেন দরিদ্রের দেবদূত, জনতার ঈশ্বর। কেউ তাকে বন্দনা করেছেন করুণাঘন প্রেমের অবতাররূপে। মানব-ঈশ্বর যিশু। দীক্ষাস্নানের পর তিনি নির্জন ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ঈশ্বরের একান্ত সান্নিধ্যে থেকে শক্তি অর্জন। শয়তান তাকে বলল, তুমি রাজা। যিশু বললেন, আমি মানবপুত্র। এভাবে যিশু শয়তানকে পরাস্ত করলেন ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে। তিনি জনতার মাঝে এলেন। সেবা দিলেন মানুষকে। প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। আমাদের যিশুর আলো নিয়ে, তার বাণী নিয়ে আমৃত্যু প্রচার করতে হবে বাক্য দিয়ে, জীবনের সাক্ষ্য দিয়ে। ভালোবাসতে হবে মানুষকে। ভালোবাসার শক্তি অসীম।

যিশু বলেছেন, তোমরা সত্যের পথিক। মুক্তির মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলো জীবনের পথে। জাগ্রত হও, প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রেখো না। সত্যের পথিক হতে হলে প্রভুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অহংকার ছাড়তে হবে ঐশ্বর্যের, বিদ্যার বুদ্ধির সৌন্দর্যের। তারপর দীক্ষিত হবে।

যিশু আমাদের কাছে আহ্বান করেছেন। আমাতে বিশ্বাস কর। আমি পথ, সত্য ও জীবন। আমি এসেছি তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে, তোমাদের মুক্তির মূল্য দিতে, যেন তোমরা জীবন পাও। তাই মানুষকে ভালোবাসতে হবে নিজের মত করে আর যিশুকে ধারণ করতে হবে যেন তাকে নিজেদের মধ্যে দেখা যায়।

যিশু প্রথমেই বলেছেন, মন পরিবর্তন কর। যুগে যুগে ভাববাদীরও একথা বলেছেন। মন পরিবর্তন কি? মন পরিবর্তন হলো আত্মা, জীবন ও কাজের উল্লেখযোগ্য গতিপথ পরিবর্তন। "মন ফিরাও" চিরন্তনী এক আদেশ। মন পরিবর্তন লৌকিক হলে চলবে না, লোক দেখানো হলেও যথার্থ নয়। পরিবর্তন খাঁটি হতে হবে। যা এতোদিন করেছিলাম, যে পাপে মগ্ন থেকেছি, তা চিরতরে বন্ধ করতে হবে। পাপের পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খ্রিস্ট যিশুর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে এই মন পরিবর্তন। আমাদের বুদ্ধি ও ধার্মিকতার অহংকার, আমাদের অলসতা, উদাসীনতা আমাদের সংস্কার এসব তুচ্ছ করে ছুটে আসতে হবে কালভেরীর ক্রুশের তলে। যেখানে আরোগ্যদায়ী রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এভাবেই পাপের ক্ষমা এবং পাপের উপর সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করা।

যিশু এই পৃথিবীতে এলেন যেন মানুষ বাঁচে। নিজে মৃত্যুবরণ করে মানুষকে বাঁচাবার পথ প্রস্তুত করলের তিনি। মানুষকে নির্ভরতা দান করবার জন্য, সাহস যোগাবার জন্য তিনি বারবার আহ্বান করেছেন, "পরিশ্রান্ত যারা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো।" মানুষকে তিনিই অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দান করলেন। তিনি মানুষকে দান করলেন ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাবার প্রকৃত পদ্ধতি। পাপী মানুষকে ঘৃণা না করে আহ্বান করলেন পরিত্রাণের পথে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "খ্রিস্টের প্রেরণা মানুষ সমাজে আজ ছোটবড় কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অক্ষম পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তারা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন।"

তাই যিশু বলেছেন, মনের কালিমা দূর কর, ভালোবাসার মানুষকে জয় কর। প্রতিবেশিকে জয় কর। ভালোবাসায় জগতকে জয় কর, জয় কর শত্রুকে। ভালোবাসায় জয় কর ঈশ্বরকে।

কিন্তু আজ আমরা নিজেকে নিয়ে জাগতিকতায় মত্ত। আমাদের মধ্যে কোন সৃজনশীলতা নেই, আছে ধ্বংসাত্মক আয়োজন। আমাদের মন পরশ্রীকাতরতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। অহংবোধের অস্ত্রগুলো শানিয়ে তুলছি আমার ভাইকে নির্যাতন করব বলে। আমাদের আচরণে দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছে অতি নগ্ন ভাবে। তাই আসুন, সমূলে উৎখাত করি আমার আমিকে। যিশুকে বসিয়ে নিই আমার হৃদয়ের সিংহাসনে। তাই ঐশপ্রেম ধারণ করে হৃদরে আলোর প্রদীপ জ্বালি।

ঈশ্বর মর্তে নেমে এসেছেন মানুষের মাঝে। আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি না বলেই তিনি আমাদের কাছে এসেছেন। এসেছেন স্নেহে, ক্ষমার অনুকম্পার। যিশুই সেই প্রকাশিত উদ্ভাসিত ঈশ্বর।

যিশু বলেছেন, আমি তোমাদের মনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, আঘাত করছি ভিতরে প্রবেশ করব বলে। আমি তোমার সাথে থাকব, আহার করব। আমার মত মৃত্যুকে জয় কর। পাপকে জয় কর। তবে তোমরাও আমার সাথে বসতে পারবে পিতা ঈশ্বরের কাছে-একেবারে কাছে। তাই আমাদের এখনই সময় মন পরিবর্তনের, জীবন নবায়নের এবং ঈশ্বরের অতি কাছে যাবার। কারণ ঈশ্বর এখন আর দূরে নন, তিনি আছেন আমাদের মাঝে। আমাদের অপেক্ষায় আছেন কখন আমরা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁকে বরণ করব আমাদের হৃদয়-মন্দিরে।

১৮ ফেব্রুয়ারি ছিল ভস্ম বুধবার। এ দিনটিতে মণ্ডলী আমাদের কপালে ভস্ম মাখিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা পাপী। অর্থাৎ আমাদের হৃদয় কালিমা মাখা। সময় এসেছে মন পরিবর্তনের। অন্তরে শুচি হবার। ঈশ্বরকে পেতে হলে সংসারকে ছাড়তে হবে। আমরা পাপ করলে ঈশ্বর কষ্ট পান, কাঁদেন তিনি আমাদের পরিণামের জন্য। তবু আমরা বারবার ঈশ্বরকে কাঁদাই, কষ্ট দেই। তেমনি ভাবে যিশুও মানুষের কান্না দেখে বিচলিত হয়েছেন বারবার। আবার যারা তার জন্য কেঁদেছে, তাদের তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন। যিশু কখন কাঁদেন? আমরা যখন পাপের পথে নিমজ্জিত হই তখনই যিশুর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়।

প্রায়শ্চিত্তকাল এসেছে মন ফিরাবার, আত্মসমালোচনা করার, আত্মবিশ্লেষণ করার। আমাদের জীবনে যিশু তো অনেক কিছু দিয়েছেন, অনেক নতুন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছেন। বিনিময়ে আমরা কি কৃতজ্ঞতার হৃদয় নিয়ে যিশুর সামনে নতজানু হয়েছি? সময় এসেছে যিশুর কাছে কৃতজ্ঞ চিত্তে নতজানু হবার। নিজেকে আলোকিত করার। নিজেকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তোলার। বিবর্ণ জীবনটার মুখে নতুন গতিপথ সৃষ্টি করা।

প্রকৃত পক্ষে পাপের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে চৈতন্য, সজাগ বিবেকের লক্ষণ। নিজেকে পরিবর্তন-লোক দেখানো হলে চলবে না, লৌকিক হলেও যথার্থ নয়। পরিবর্তন খাঁটি হতে হবে। ভাবাবেগ নয়, পূর্ণ আত্মসমর্পণেই মুক্তি। আনন্দধাম আর বহু দূরে নয়। তা আর দূরে থাকবে না যদি আমাদের নতুন জন্ম হয়।

ঈশ্বর জ্যোতি, ঈশ্বর প্রেম এই দুটি সত্তাকে আমাদের মধ্যে এঁকে নিতে হবে, পরিধান করতে হবে। আসুন আমরা যিশুর আলো উজ্জ্বল রাখি। সে আলো জ্বালি আমাদের কর্মে, আমাদের জীবনে। যিশুর প্রেম আমাদের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করি। আমাদের দীপ্তি যেন মানুষদের জন্য প্রজ্বলিত হয়। প্রায়শ্চিত্তকালে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

ধ্যান-প্রার্থনা, পাপস্বীকার, দান-দক্ষিণা, পরোপকার ও আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে আমরা যেন নিজেদের পরিশুদ্ধ করি। যেন মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দে সহভাগি হতে পারি।

প্রায়শ্চিত্তকাল: পরিবারে আমাদের করণীয়

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

"ক্রুশের উপরে দু'হাত বাড়ায়ে যিশু ডাকেন
ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়"

'সব-কিছু যখন এইভাবে বিলীন হবে, তখন একবার ভেবে দেখতো, কী ধরনের মানুষ তোমাদের হওয়া উচিত, কতখানি পবিত্র ও ধার্মিক জীবনই না যাপন করা উচিত!' *(২ পিতর ৩:১১)*। "বাবা, আমার বিয়ে হয়েছে পনের বছর হয়। এই পনেরটা বৎসর আমার স্বামী আমারে একটুও শান্তি দেয়নি। সবসময় মদ খেয়ে বাড়িতে অশান্তি করে। আর আমার ছেলে দুইটাও এখন মদ, সিগারেট খাওয়া শুরু করেছে। গতকালকে আমার ছেলে আমার কাছে ১০০ টাকা চেয়েছে কিন্তু আমার কাছে টাকা ছিল না তাই দিতে পারিনি। সে আমাকে কুৎসিত ভাবে বলে, "টাকা দিতে পারবি না তো জন্ম দিছোস কে"। আমি অনেক প্রার্থনা করি আমার স্বামী ও ছেলেদের মন পরিবর্তনের জন্য। আমার আর সহ্য হয় না", কান্না করতে করতে কথাগুলো বলছিলেন একজন মা। আর এটা শুধুমাত্র একজন মায়ের বা একটি পরিবারের অবস্থা না। বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ পরিবারে এ অবস্থা বিরাজমান।

প্রায়শ্চিত্তকাল হলো পাপ থেকে মন পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির বসন্তকাল। ভস্ম বুধবারে কপালে ভস্ম লেপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রায়শ্চিত্তকাল। প্রায়শ্চিত্তকাল হলো আত্মশুদ্ধি ও সাধনার সময়। অন্যভাবে বলা যায়, এটি ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভের সময়। এসময় মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করে কু-অভ্যাস ও দুষিত জীবন ত্যাগ এবং মনপরিবর্তন করে যিশুর কাছে ফিরে আসতে। আমরা অনেক সময় পাপ করি এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন কখন আমরা তার কাছে ফিরে যাব। উপরোক্ত গল্পটিতে সেই মায়ের আর্তনাদ যেন আজ অনেক মায়ের আর্তনাদ। আধুনিক যুগে এসে পরিবারগুলোর অবস্থা সত্যিই খুব শোচনীয়। পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি কমে গেছে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা। পরিবার হলো সন্তানদের বেড়ে উঠার ও বিকাশের কেন্দ্রস্থল। আর পরিবারেই যদি সমস্যা থাকে তাহলে সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশ কোনভাবেই সম্ভব না। "সন্তানেরা প্রভুর কথা মনে রেখে তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে মেনে চল, কেন না তা করাই তো সমীচীন। পিতামাতাকে সম্মান করবে, এটিই তো সেই প্রথম আদেশটি, যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি প্রতিশ্রুতি। আর সেই প্রতিশ্রুতি হল এই, "তাহলেই তোমার মঙ্গল হবে, এই পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘজীবী হবে।" আর তোমরা, পিতারা, তোমরা কিন্তু তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না; বরং প্রভুরই শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ করে তোল। *(এফেসীয় ৬:১-৪)*

এফেসীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রে সুন্দরভাবে তিনি পিতা- মাতা ও সন্তানের করণীয় সম্পর্কে বলেছেন। বর্তমান পরিবার ও প্রায়শ্চিত্ত কাল সম্পর্কে যদি বলতে চাই বা চিন্তা করে দেখি তাহলে আমরা কী দেখতে পাই? আমাদের পরিবারগুলো কি আগের মতো ভক্তি নিয়ে প্রতি শুক্রবার উপবাস ও ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করে? প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা প্রার্থনা হয়? প্রতি রবিবারে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করে? একে-অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল? অধিকাংশের উত্তরই হবে, "না"। সত্যিই বর্তমানে পরিবার গুলো সব থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। আর আমাদের ধর্মীয় চর্চা নাই বললেই চলে। তবে আমরা প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের পরিবারকে নিয়ে একটু ধ্যান করতে পারি। প্রায়শ্চিত্তকালে আমরা আমাদের পরিবারে কি কি করতে পারি। যদি আমরা একইরকম থাকি তাহলে তো আমরা সত্যিকার অর্থে খ্রিস্টের কষ্টভোগী সেবক ও পুনরুত্থানের অংশীদার হতে পারব না। আমরা এই সময় আমাদের পরিবারে সকলে একসাথে যিশুর পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করি।

প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের পরিবারের জন্য করণীয় কিছু দিক:

১) অন্তত শুক্রবার দিন উপবাস করার মধ্য দিয়ে যিশুর সান্নিধ্যে বাস করা।

২) আমাদের ত্যাগ ও কষ্টের অংশটুকু গরীব-দুঃখীদের দান করা।

৩) একে-অপরকে গ্রহণ ও সাহায্য করার মনোভাব বৃদ্ধি করা।

৪) প্রতিদিন সন্ধ্যায় একসাথে প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ।

৫) রবিবার দিন খ্রিস্টযাগে যোগদান।

৬) অপচয় কমানে অর্থাৎ অযথা টাকা পয়সা খরচ না করা।

৭) অন্যকে আঘাত দিয়ে কোন কথা না বলা এবং অন্যের মতামতের গুরুত্ব প্রদান করা।

৮) মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করা।

৯) মোবাইল ও অন্যান্য ইলেকট্রনিকস ডিভাইসে সময় কম ব্যবহার করে পরিবারের সময় দেওয়া।

১০) নেশা করা থেকে সংযত থাকা।

প্রায়শ্চিত্তকাল হলো মন পরিবর্তন ও যিশুর সাথে একত্রে পথ চলার সময়। আমরা আমাদের পরিবারে নিজেদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে যিশুর পবিত্র পরিবার হয়ে ওঠি এবং স্বয়ং যিশু আমাদের সাথে বাস করেন। প্রায়শ্চিত্তকালের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যিশু আমাদের জন্য ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। আর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য। তাই আসুন, এই প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের পরিবারকে করে তুলি নাজারেথের পবিত্র পরিবার। আমরা সবাই পাপী আর প্রায়শ্চিত্তকাল হলো আমাদের পাপময় জীবন সমন্ধে সচেতন হয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার বিশেষ সময়। তাই আমরা আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে যেন পুনরায় প্রভুর কাছে ফিরে যেতে পারি। এটাই হোক প্রতিটি পরিবারের প্রার্থনা।

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

(গত ০৭ সংখ্যার বাকি অংশ...)

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

অর্থাৎ, মঙ্গলসমাচার স্থানীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশ করা, সেই সংস্কৃতিতে মঙ্গলসমাচারের 'দেহধারণ' করা (*to become enfleshed*) এবং তাকে পরিত্রাণদায়ীরূপে রূপান্তর করা। এই বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ হলো গির্জার নির্মাণ শৈলী বা আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সাথে সংস্কৃত্যায়নের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা যেন সংস্কৃত্যায়নের মৌলিক বিষয় থেকে ভিন্ন কোন দিকে চলে না যায় – তার জন্যে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে সংস্কৃত্যায়নের যে ধারা শুরু হয়েছিল এবং যার প্রভাব এখনও রয়েছে, তার অধিকাংশই ছিল ভারতে পরিক্ষামূলকভাবে শুরু করা সংস্কৃত্যায়নের অনুকরণ এবং যার অনেক কিছুই ভাতিকান থেকে তো নয়-ই, এমনকি ভারতীয় বিশপ সম্মিলনী এবং বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এ বিষয়টি প্রধানত দু'টি কারণে গুরুত্বপূর্ণ :

প্রথমত, পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধানে বলা হয়েছে :

"উপাসনায় যেমন রয়েছে ঈশ্বর নিরূপিত অপরিবর্তনীয় অংশসমূহ তেমনি রয়েছে পরিবর্তনীয় অংশসমূহ। এই পরিবর্তনীয় অংশগুলো শুধু যে পরিবর্তন করা যেতে পারে তা নয়, বরং সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এদের পরিবর্তন করা উচিত যদি ইতিমধ্যে উপাসনার স্বভাব-বিরুদ্ধ কোন কিছু এসে এদের ক্ষতি করে থাকে বা কম উপযুক্ত করে থাকে" (*পুণ্য উপাসনা*, নং ২১)।

এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, প্রথমত উপাসনার কোন্ কোন্ অংশ **ঈশ্বর নিরূপিত অপরিবর্তনীয়** সে সম্বন্ধে ধারণা রাখা ও নিশ্চিত হওয়া, তা না হলে সহজতর সংস্কৃত্যায়ন করতে গিয়ে উপাসনার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তন বা সংস্কার করা যেতে পারে যদি উপাসনার স্বভাব-বিরুদ্ধ কিছু উপাসনায় প্রবেশ করে থাকে এবং উপাসনাকে কম উপযুক্ত করে থাকে। এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে নিরীক্ষা না করেই সংস্কৃত্যায়ন চর্চা উপাসনাকে এবং বিশ্বাস ও পুণ্য ঐতিহ্যকে খণ্ডিত, বিকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে। এজন্য একই সংবিধান সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে উপাসনার প্রকৃত কর্তৃপক্ষকে বা কারা এবং তাঁদের করণীয় সম্পর্কে :

"(১) পুণ্য উপাসনা নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে একমাত্র মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ প্রৈরিতিক আসনের উপর এবং আইনগত নির্দেশ অনুযায়ী বিশপের উপর।

(২) আইন-প্রদত্ত ক্ষমতাগুণে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উপাসনার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের আইনগত অধিকার-সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার বিশপ সম্মিলনীর হাতে।

(৩) অতএব অন্য কেউ, এমনকি পুরোহিতও নিজ ক্ষমতায় উপাসনার কোন কিছু যোগ, বিয়োগ বা পরিবর্তন করতে পারে না" (*পুণ্য উপাসনা*, নং ২২)।

একই কারণে, অর্থাৎ উপাসনার মৌলিক বিষয় যেহেতু বিশ্বাসের রহস্যের অনুষ্ঠান, তাই কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে :

"কোন যাজক বা জনগণের ইচ্ছামত কোন সংস্কার-অনুষ্ঠান পরিবর্তন করা কিংবা কারও স্বার্থে সুবিধাজনক করে নেয়া যাবে না। এমনকি খ্রিস্টমণ্ডলীর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষও যেন উপাসনা-অনুষ্ঠানকে যথেষ্টভাবে পরিবর্তন না করেন; শুধুমাত্র উপাসনা-অনুষ্ঠানের রহস্যের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যের কারণে তিনি পরিবর্তন সাধন করতে পারেন" (নং ১১২৫)।

এ থেকে আমরা পরিষ্কার ধারণা লাভ করি যে, উপাসনায় সংস্কৃত্যায়নের কাজটি যেমন সহজ বিষয় নয়, তেমনি 'যার যেমন খুশি' নীতিতে এবং যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত তা করা যায় না। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে তথাকথিত সংস্কৃত্যায়নের অনেক কিছুই 'দেখা-দেখি' বা অনুকরণ করে এবং কর্তৃপক্ষের (*competent authority*) অনুমোদন ছাড়াই করা হয়েছে। এখানে উপাসনায় সংস্কৃত্যায়নের যে দিকগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তা প্রধানত কিছু অঙ্গভঙ্গী, জিনিসপত্র, চিহ্ন-মুদ্রার ব্যবহার, গান ও নাচ – ইত্যাদির সংযোজন। সংস্কৃত্যায়নের প্রচেষ্টায় যে দিকটির প্রতি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়নি অথবা যে দিকটি অবহেলিত রয়ে গেছে, তা হলো গির্জা বা উপাসনালয়ের নির্মাণ শৈলীর ক্ষেত্রে সংস্কৃত্যায়ন।

বিগত বছরগুলোতে যে সব পুরাতন গির্জার সংস্কার করা হয়েছে এবং নতুন গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে সেই সকল কাজে নির্মাণ শৈলীর দিক থেকে দেশীয় ভাবধারা অনুযায়ী কোন শৈল্পিক কাজ চোখে পড়ে না। বরং এ পর্যন্ত যে সব গির্জা বা উপাসনালয় নির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছে সেগুলোর নির্মাণ শৈলী মূলত পাশ্চাত্যের অনুকরণ। কোন কোন গঠনগৃহ এবং সন্ন্যাসব্রতীদের গৃহের চ্যাপেলের অভ্যন্তরে কিছুটা হলেও স্থানীয় ভাবধারায় সাজসজ্জা ও উপকরণ ব্যবহারের উদ্যোগ প্রশংসনীয় বটে, তবে সেখানেও আবার সব কিছু উপাসনিক নীতিমালা অনুসারে সঠিক হয়নি। উদাহরণস্বরূপ খ্রিস্টপ্রসাদ সংরক্ষণের জন্য পিতলের তৈরী 'পানের বাটা' ব্যবহার! সম্পূর্ণ বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে গির্জা ও উপাসনালয়ের নির্মাণ শৈলীতে কিভাবে এবং কতটুকু স্থানীয় বা দেশীয় শৈল্পিক ভাবধারা গ্রহণ করা যায় – এ বিষয়টির প্রতি তেমন একটা মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

পরলোকগত ফাদার এজ্জিও মাসকারেত্তি, পিমে-এর অবদান আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ আর্কিটেক্ট। বিগত কয়েক দশকে এ দেশে যে সব গির্জা নির্মাণ করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় সবগুলোর আর্কিটেকচারাল ডিজাইন তাঁর করা। ফাদার এজ্জিও-এর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পরও নতুন যে সকল গির্জা বা চ্যাপেল নির্মাণ করা হয়েছে (বা হচ্ছে) সেগুলোও কিছুটা অদল-বদল করে তাঁরই ডিজাইন অনুকরণ করা হচ্ছে; অন্তত নতুন গির্জাগুলোর স্টাইল লক্ষ্য করলে তা-ই মনে হয়। তাঁর ডিজাইনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো জ্যামিতিক নকশা – গির্জাঘরের বিভিন্ন স্থানে এক ধরণের কোনা-কৌণিক নকশা। গির্জার দরজা, যজ্ঞবেদী, বাণী-ঘোষণা মঞ্চ (*ambo*), যাজকের বসার চেয়ার – এই সমস্ত আসবাবের বেলাতেও একই রকম নকশার প্রভাব দেখা যায়। খ্রিস্টপ্রসাদ সংরক্ষণের জন্য মঞ্জুষা বা *tabernacle*-ও বাইরের দিকে বেশ বড় বা জোরাল করে কাঠ ও সোনালী কাগজ জাতীয় বস্তুর সমন্বয়ে তৈরী ডিজাইন, এবং এর ভিতরে ও দেয়ালে গর্ত করে তার মধ্যে খ্রিস্টপ্রসাদ মঞ্জুষাটি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে *tabernacle* সংক্রান্ত নির্দেশনা যথ যথ ভাবে পালন করা হয়নি। একইভাবে যাজকের আসন কিংবা বাণী-ঘোষণা মঞ্চের ডিজাইনও না হলো পাশ্চাতের, না হলো দেশীয়! মোট কথা গির্জার নির্মাণ শৈলী এবং এর আসবাব সংক্রান্ত "ব্যবস্থাপনা" (cf. *Arrangements and Furnishing of Churches, GIRM,* Chapter V)-এর মধ্যে দেশীয় বা স্থানীয় শৈল্পিক ভাবধারা এবং পাশ্চাত্যের গির্জা গুলোর এসব ব্যবস্থাপনার স্টাইল – কোনটাই স্পষ্ট বা দৃশ্যমান নয়।

(চলবে)

সোমা উপাখ্যান

মিল্টন রোজারিও

তরুণবাবুর বাড়ি কোটালিপাড়া কদমতলী গ্রামে। কদমতলী ছোট্ট একটি গ্রাম। দশ/বারোটা বাড়ি নিয়ে পাইনা বিলের পাশেই তরুণবাবুদের গ্রাম। বর্ষা মৌসুমে বাড়ি থেকে বের হতে হলে নৌকা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকে না। এমনিতে আঁটি বাড়ি। তরুণবাবুদের বাড়ি বিলের পূর্ব দিকে, আর পশ্চিমে গ্রামের মোড়ল এবং স্কুলের পন্ডিত রমেশবাবুদের বাড়ি। হেঁটেই যাতায়াত করা যায় ছোট্ট গ্রামটির এমাথা থেকে ওমাথা। বাজার সদাই করতে হলে নৌকা নিয়ে আধা কিলোমিটার দূরে যেতে হয় তাদের। তরুণবাবুর এক ছেলে সন্তোষ আর মেয়ে সোমা। সোমা চৌদ্দ বছরের দুরন্তপনায় সবার কাছে পরিচিত। পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের লিডার সে। কলাগাছ দিয়ে ভেলা বানিয়ে সাঁতড়িয়ে খেলা করাই যেন তার বর্ষার আনন্দ। সোমার সমবয়সি বান্ধবী দিতিমা হচ্ছে তার সব দুরন্তপনার সঙ্গী। দুইজনই যেন পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ। সারাটা পাড়া তারা দু'জনেই মাতিয়ে রাখে। শুধু তাই নয়, পাড়ায় কারো কোন অসুখ-বিসুখ হলে সোমা সেখানে উপস্থিত। কোন মেয়ের বিয়ে হলে সোমা ছাড়া কেউ তাকে সাজাতে পারে না। সবাই কনে সাজাতে সোমাকে ডাকে। হাতে মেহেদির আল্পনা সোমার মত কেউ করতে পারে না। তাই সবার কাছে প্রিয় এবং বিশেষ করে মেয়েরা সোমাকে খুব পছন্দ করে।

বিলের পাড়েই একটি প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত রমেশবাবু। এলাকার সব ছেলেমেয়েরা সেই স্কুলে লেখাপড়া করে। সোমা দু'বছর আগে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করে এখন বাড়িতে বসে আছে। হাইস্কুল বাড়ি থেকে অনেক দূরে হওয়ায় আর যাওয়া হয়ে উঠে নি। বাড়িতে মায়ের সাথে ঘরের কাজ করে এখন। বয়স অনুযায়ী তার এখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু গরীব তরুণবাবু সবদিক কুলিয়ে উঠতে পারে না। তাই সন্তোষকে প্রাইমারি পর্যন্ত পড়িয়ে নিজের সাথে বাজারের দোকানে কাজে লাগিয়েছে। বাজারে ছোটোখাটো একটি মুদি-দোকান চালিয়ে সংসার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তরুণবাবু। বাবার প্রতি সোমার কোন আবদার নেই। বাবা যখন যা দেয় তাতেই সোমা খুব খুশি থাকে। তরুণবাবুও যতটুকু সম্ভব মেয়েকে সাজিয়ে পড়িয়ে রাখতে সদা সচেষ্ট থাকেন। মাঝে মাঝে বড় দাদা সন্তোষ ছোট্ট বোনকে স্নো, পাউডার, আলতা, নেলপলিশ, রঙিন ফিতা কিনে এনে দেয়। এগুলো পেয়ে সোমা খুব খুশী হয়।

কয়েক বছর পর তরুণবাবু তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মাধ্যমে কাশীমপুর গ্রামের উমেশবাবুর ছেলে অনিলের সাথে সোমার বিয়ে দিয়ে দেয়। অনিল শহরে একটি গার্মেন্টস কারখানায় টেইলার মাস্টার হিসাবে চাকুরী করে। বিয়ের পরপর-ই সোমা অনিলের সাথে শহরে চলে যায়। সোমা যেদিন স্বামীর সাথে শহরে যাবে, সেদিন সারা পাড়ায় এক হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে যায়। গ্রামের সব ছেলেমেয়েরা সোমাকে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বিশেষ করে দিতিমা সোমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। সোমার মা-বাবা, ভাই সন্তোষ সবাই কাঁদতে থাকে। সোমাও বাবা মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে। পাড়ার মোড়ল এবং পণ্ডিত রমেশবাবু সবাইকে বুঝিয়ে সোমাকে আশীর্বাদ করে বিদায় দেয়।

গার্মেন্টস কারখানার কাছেই একটি ছোট্ট বাসাবাড়ি ভাড়া নিয়ে ওরা থাকে। অনিল বিয়ের আগেই এই ঘরটি ভাড়া করে রেখেছিলো। মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিল বিয়ে করে বউকে নিয়ে এই বাসায়ই থাকবে ওরা। অনিলের সেই স্বপ্ন আজকে পূরণ হয়েছে। সোমাও অপরিচিত নিরিবিলি একটি বাসাবাড়ি পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। বাসাবাড়ির পাশের ঘরে ভূপেনবাবু তার পরিবার নিয়ে থাকেন। ভূপেনবাবুর ঘরে স্ত্রী আর ছোট ছোট তিনটি মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স ন'বছর; নাম দিপালী।

অনিল সকালে কাজে চলে গেলে দিপালী সোমাকে উঁকি দিয়ে দেখে আর খিল খিল করে হাসে। সোমা যেই মাথাটি বাড়িয়ে দেখে অমনি দিপালী দৌড়ে পালিয়ে যায়। একদিন ভূপেনবাবুর স্ত্রী রমা তার পিচ্চিদের নিয়ে সোমার ঘরে আসে। সোমা তখন ঘর গোছাচ্ছিল। রমা ঘরের দুয়ারে এসে ডাকে, কই গো নতুন বৌ। সোমা এই ডাক শুনে দুয়ারে আসে। বলে,

- মাসিমা। আসুন, আসুন।

- না গো। আমার কী আর বসার জো আছে! সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে থাকতে হয়। তুমি এসেছো নতুন বৌ, তোমাকে একটু দেখতে আসতেও সময় পাই না। তোমাকে দেখবো, দু'টো কথা কইবো। সে কপাল কী আমার আছে! জানো, অনিল ছেলেটা না খুব ভালো। বুঝেছো! আমাকে তো বৌদি বৌদি বলতে পাগল। যাক, তুমি যখন এসে পড়েছো, তখন আর অনিলের কোন চিন্তা রইলো না। আহা, বেচারা, সেই সকাল বেলা ঘরে তালা মেরে বেড়িয়ে যায়, আর ঘরে ফিরে আসতো সেই রাত্রি বেলা। কোথায় খায়, কী করে (কপালে হাত জোড় করে) তা এক মাত্র ঐ ভগবান জানেন। যাক, তুমি যখন এসে পড়েছো, তখন আর কোন চিন্তা নেই অনিলের। এখন তো দেখি তাড়াতাড়িই ঘরে চলে আসে অনিল। তুমি মা লক্ষ্মীদেবী।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন রমাদেবী। সোমাও তার সাথে সাথে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে। বলে,

- পিচ্চিকে আমার কোলে একটু দেবে মাসিমা। মাসিমা! কথাটি শুনে রমাদেবীর মুখটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। ভেজা ভেজা কণ্ঠে বললো,

- আমাকে তুমি মাসিমা বলছো! মিনসের জন্যি আমি আজকে মাসিমা হয়ে গেছি। অনিল আমাকে বৌদি বৌদি বলে ডাকে। ওর বৌদি ডাক শুনে আমার পরাণটা জুড়িয়ে যায়। যেন সাক্ষাৎ আমার আপন দেবর। আর তুমি কী না আজকে আমাকে মাসিমা বলে ডাকলে? সোমা কোথাটি বুঝতে পেরে সাথে সাথে বলে ওঠে,

- দিদি আমার ভুল হয়ে গেছে। আর বলবো না। মুখ থেকে কথাটি ফস করে বের হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করে দিও দিদি। আমিতো আপনার ছোট বোনের মত। তোমরা বস আমি একটু জল-খাবার দিচ্ছি। রমা সোমার এই কথা শুনে চুপ হয়ে যায়। সোমা একটা প্লেটে কিছু সন্দেশ আর আপেল কেঁটে এনে দেয়। দিপালী আর রূপালী সন্দেশ হাতে নিয়ে খেতে থাকে। এমন সময় ভূপেনবাবু এসে ডাকেন।

- কই গো, কোথায় গেলে? এই নাও বাজার এনেছি। রমা তাড়াতাড়ি পিচ্চি শেফালীকে কোলে নিয়ে ঘরে চলে যায়। দীপালি রূপালীও মায়ের সাথে সাথে যেতে চায় সোমা ওকে ধরে রাখে। বলে,

- তুমি আর রূপালী পরে যাবে। এখন আমার কাছে থাকো। এই সন্দেশ আপেল খাও বসে। দীপালিকে বলে,

- আজকে তোমাকে ছাড়বো না দুষ্টু মেয়ে। এই কথা বলে সোমা দীপালিকে জড়িয়ে ধরে। গালে একটা চুমু খায়। দিপালী হাসতে থাকে। সোমা বলে,

- শোন মেয়ে, হাসলে চলবে না। এখন থেকে রোজ সকালে তুমি আমার কাছে পড়তে আসবে। দিপালী মাথা নেড়ে সম্মতি দেয়। সেই থেকে দিপালী সোমার সাথে বন্ধুর হয়ে যায়। যখন তখন সোমার ঘরে চলে আসে। সোমাও দীপালিকে পেয়ে খুব খুশি হয়। কারণ, সোমা শহরে আসার আগে ভেবেছিলো কী করে একা একা শহরে থাকবে! জীবনে কখনও শহরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শহর কেমন, শহরের লোকজন কেমন অনিল কাজে চলে গেলে সে একা কী ভাবে থাকবে,

ইত্যাদি। কিন্তু সোমার সেই ভাবনা কাটিয়ে দিলো দিপালী। তাই সে দিপালীকে সব সময় কাছে পেতে চায়। অপরদিকে রমা এখন দিপালীকে সব সময় কাছে না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে। সোমার প্রতি তার রাগ হয়। দিপালী সোমা আসার পূর্বে ছোট বোনদের নিয়ে খেলা করতো। আর রমা তার সংসারের কাজ সুন্দরভাবে সেরে ফেলতো। দুপুরে আবার ভূপেনবাবু কারখানা থেকে ঘরে খেতে আসেন। সময় মত খেতে না পেলে রমার উপর রাগারাগি শুরু করে দেয়। বলে,

- কী এমন কাজ কর যে সময় মত রান্নাটুকু করতে সময় পাও না? এই জি-বাংলাই তোমার মাথাটা খেয়েছে। সারা দিনরাত শুধু সিরিয়াল আর সিরিয়াল। কোন দিন জানি এই জি-বাংলাটা আমি ভেঙে ফেলি। রমাদেবীও ভূপেনবাবুকে ছেড়ে কথা বলেন না। বলে,

- তিনতিনটে মেয়ে নিয়ে আমি একা তোমার গুষ্টি উদ্ধার করে যাচ্ছি। ছোটটা তো কোল থেকে নামতেই চায় না। চিৎকার কান্না করে ঘরবাড়ি মাথায় তুলে রাখে। আমি কোনটা সামলাবো? ভূপেনবাবু সব শুনে চুপ করে থাকে। বলে,

- ঠিক আছে, ঠিক আছে। ডাল-ভাত, আলু ভর্তা যা হয়েছে দাও জলদি খেয়ে যাই। রোজ রোজ এমন দেরি করে গেলে কোন দিন জানি চাকুরী চলে যায়।

পাশের ঘর থেকে সোমা রমা আর ভূপেনবাবুর ঝগড়াঝাটির কথা সব শুনে। তারপর থেকে সোমা রমাকে বলে,

- দিদি রূপালীকে আমার কাছে রেখে তোমার কাজ সেরে নিও। দাদাবাবু এসে রোজ তোমার সাথে রাগারাগি করে এতে আমার খুব কষ্ট হয়। রমা সোমাকে জড়িয়ে ধরে। বলে,

- তুই আমার ছোট্ট বোন। এই কথা বলে সে কাঁদতে থাকে। সোমা রমাকে কাঁদতে দেখে বলে,

- দিদি তুমি কাঁদছো কেন? আমি কী কোন দোষের কিছু বলেছি?

- না রে না। তোর মত আমার একটি ছোট বোন ছিল। ওর নাম ছিল সুমা। আমার এখানেই থাকতো। লেখাপড়া করতো। মাস ছয় আগে ও একটি ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। এখন তুই আমার সেই ছোট বোন হয়ে এসেছিস।

একদিন রাত্রে সোমা অনিলকে বলে,

- কালকে তুমি কাজে যাইবা না।

অনিল এই কথা শুনে চমকে ওঠে। বলে,

- কেন? সোমা মিটিমিটি হেসে বলে,

- কালকে আমার জন্মদিন।

অনিল এই কথা শুনে সোমাকে জড়িয়ে ধরে। কপালে একটা চুমু খায়। মুখে কিছু বলে না। সোমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,

- কী? কিছু কইলা না যে!

- কী কমু? এইডা তো খুশির কতা।

- হুন, কাইলক্যা কাজ থেইক্যা ফেরার পথে একটা কেক নিয়া আসবা।

- কেকের অনেক দাম। দুই'শ, পাঁচ'শ, হাজার টাকাও আছে।

- অত দামী কেক না। বিশ টাকা ত্রিশ টাকা দামের। আমাগো গ্রামের বাজারে পাওয়া যায়।

- এত ছোট কেক মাইষে দেখলে কি কইবো।

- কেউ দেখবো না। ফটো উঠামু না। খালি তুমি আর আমি কেক কাটুম আর খামু।

- কালকে যদি কাজে না যাই, তাইলে ঘরে বইসা আমি কি করুম?

- ঘরে বইসা তুমি আমারে দেখবা। আমি খিঁচুড়ি রান্না করুম আন্ডা দিয়া। দুইজনে খামু। অনিল বলে,

- আর কাউরে কমু না?

- আর কাউরে মানে?

- আমি যেখানে কাজ করি সেখানে আমার তো দুই চারজন বন্ধুবান্ধব আছে, তাদেরকে বলতে হবে না?

- এইবার না। পরের বার কইও। আমি শুধু আমার এক বন্ধু আছে তারে কমু।

- মানে কী! (আশ্চর্য হয়ে) তোমার আবার বন্ধু আইলো কোথায় থাইক্যা?

- আছে। তুমি তাকে চেন।

- আমি চিনি!

- হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমাদের পাশের ঘরের দিপালী।

- ওহো তাই বুঝি। দিপালীকে তুমি বন্ধু বানিয়ে ফেলেছো? খুব ভালো করেছো। খুব ভালো। এই শোনো, কালকে তোমাকে আমি একটি জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবো। যাবে?

- কোথায় কও আগে।

- আগে বললে তো মজা থাকবে না।

- না কইলে আমি যামু না। আমার ডর করে, যদি আড়াইয়া যাই! শহরের কিছুই তো আমি চিনি না।

- আরে পাগলী! আমি তো থাকবো তোমার সাথে।

- না না! তবুও কও, কোথায় যাইবা?

- দিল ওয়ালে দুলহান কে লে যাইয়েঙে।

- কী কও, কিচ্ছু বুঝি না।

- সিনেমা দেখতে যাবো।

- ওহো তাই নাকি! আমি টেলিভিশনে সিনেমা দেখছি। আমাগো গ্রামে পণ্ডিত রমেশ জ্যেঠু আছে না, তাদের ঘরে টেলিভিশন আছে। আমরা ঐখানে টেলিভিশনে সিনেমা দেখতাম। দিতিমা আমি কত দুষ্টামি করতাম সিনেমা দেখতে গিয়া। দিতিমার কথা মনে হতেই সোমা কাঁদতে শুরু করে দেয়। অনিল সোমাকে জড়িয়ে ধরে। বলে,

- কেঁদোনা। আগামী বৃস্পতিবার আমরা গ্রামে যাবো। বাবা মা দিতিমাকে দেখতে। সোমা এই কথা শুনে কান্না থামিয়ে বলে,

- ঠিক তো? অনিল বলে,

- হ্যাঁ। ঠিক।

Dhakastha Rangamatia Dharmapalli Christian Bahumukhi Samabaya Samity Ltd.
ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড
(স্থাপিত: ২৫-১০-১৯৯২, রেজি. নং-৭৯৪/২০০৭ খ্রী:)

ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:/সম্পাদক/২০২৬/৬১ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি,২০২৬ খ্রি:

"বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের নোটিশ"

এতদ্বারা ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির বিগত ২৫/০১/২০২৬ তারিখের ৭ম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন আগামী ২৪/০৪/২০২৬ তারিখ রোজ - শুক্রবার সকাল ৮.০০ ঘটিকা হইতে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত স্থান: অফিস কার্যালয়, তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-এ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সহ-সভাপতি, ১ (এক) জন সম্পাদক, ১ (এক) জন ম্যানেজার, ১ (এক) জন কোষাধ্যক্ষ ও ৭ (সাত) জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সমিতির সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য নির্বাচন কমিটির নিকট হতে জানা যাবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

সরোজ গমেজ
সম্পাদক (কো-অপ্ট)
ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:
তেজগাঁও,ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ-
১। জনাব----সদস্য নং---- ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:।
২। মেট্রোঃ থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা। উল্লেখ্য সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্দ্ধে।
৩। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা।
৪। সমিতির নোটিশ বোর্ড।

বিজ্ঞ/৫১/২৬

Programme Advisor – Fida International ry, Bangladesh

Position title: Programme Advisor

Employment type: Full-time

Location: Fida International Office, Bangladesh

Programme: Bangladesh Country Programme

Responsibility and salary level: 3

1. Position Description

Fida International ry is seeking a Programme Officer to support the implementation and development of the Bangladesh Country Programme. This position offers an opportunity to work broadly within an international development programme in close cooperation with local partner organisations and various stakeholders.

2. Education and Experience

The applicant is expected to have: A university-level degree, for example in education or social sciences. Work experience in project work with both national and international organisations. Good spoken and written command of the English language

3. Key Responsibilities

Reporting and Programme Management

Monitoring Legislation

Training Facilitation

Technical Support and Capacity Building

4. Application Period and Process

The application deadline is 20 March 2026 at 12:00 (noon). Applications must include: An application letter in English, CV, Copies of degree and employment certificates

Interviews will be conducted from 23 March 2026 onwards.

Further information:

Susan Baroi: susan.baroi@fida.fi
Mobile: +880-1716221516

Merja Reunanen: merja.reunanen@fida.fi

Submission of applications:

Send your application to:

Merja Reunanen, Country Programme Director

CC: Susan Baroi

বিজ্ঞ/৪৭/২৬

বাংলাদেশে নতুন সরকারে দায়িত্ব পেলেন যারা

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংগঠিত হয় এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত সরকার-এর প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও তাদের দায়িত্ব-বন্টনের পোর্টফোলিও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা হলো (সর্বশেষ সরকারি গেজেট ও সংবাদ অনুসারে)।

• **প্রধানমন্ত্রী:** জাতীয় নির্বাচনে ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন তারেক রহমান। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও দলের নেতারূপে শপথ নেন এবং দেশের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের দায়িত্বরত আছেন।

• **পূর্ণমন্ত্রী (Full Ministers):** ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রীর তালিকা ও তাদের দায়িত্ব-বণ্টন (পোর্টফোলিও)প্রকাশ করা হলো: ১.মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর (স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়), ২.জনাব আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী (অর্থমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়), ৩. সালাহউদ্দিন আহমদ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়), ৪. ইকবাল হাসান মাহমুদ (টুকু) (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়), ৫. হাফিজ উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম) (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়), ৬.এবি জাফর মোঃ জাহিদ হোসেন (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;সামাজিক কল্যাণ মন্ত্রণালয়), ৭. ড. খালিলুর রহমান (বৈদেশিক সম্পর্ক মন্ত্রণালয়), ৮.আব্দুল আওয়াল মিন্টু(পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়), ৯. কাজী শাহ মফাজ্জল হোসেন কাইকোবাদ(ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়), ১০. মিজানুর রহমান মিনু(ভূমি মন্ত্রণালয়), ১১. নিতাই রায় চৌধুরী (সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়), ১২. খন্দকার আব্দুল মোক্তাদির (বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়), ১৩. মোঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি(পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়), ১৪. জনাব আসাদুল হাবিব দুলু (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়), ১৫. মোঃ আসাদুজ্জামান(আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়), ১৬. জাকারিয়া তাহের সুমন(গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়), ১৭. দীপেন দেওয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়), ১৮. জনাব আ ন ম এহছানুল হক মিলন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়), ১৯.সর্দার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বকুল(স্বাস্থ্য ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়), ২০. ফকীর মাহবুব আনাম(ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়), ২১. শেখ রবিউল আলম(সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়), ২২. মিজ্ আফরোজা খানম (রিতা) (বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়),২৩. জনাব জহির উদ্দিন স্বপন(তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়), ২৪. জনাব আরিফুল হক চৌধুরী (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)।

• **প্রতিমন্ত্রী:** ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী শপথগ্রহণ করেছেন এবং অনেকেই একাধিক বিভাগের কাজ সমন্বয় করবেন। যারা প্রতিমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাদের দায়িত্ব(মন্ত্রণালয়/বিভাগ) নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল। এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাত (বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন),অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ) শাইফুল আলম (বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট), শামা ইসলাম (বৈদেশিক সম্পর্ক), সুলতান সালাউদ্দিন টুকু (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; খাদ্য) ব্যারিস্টার কামাল (ভূমি সম্পদ), ফারহাদ হোসেন আজাদ (জল সম্পদ), মো. আমিনুল হক {টেকনোক্র্যাট}(যুব ও ক্রীড়া), মির মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন(পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক), হাবিবুর রশীদ (সড়ক, সেতু, রেল ও পরিবহন), রাজিব আহসান (সড়ক, সেতু, রেল ও পরিবহন), মো. আব্দুল বারি (সরকারি প্রশাসন), মির শাহে আলম (স্থানীয় সরকার, গ্রামীণ উন্নয়ন, সমবায়), মোঃ জোনায়েদ আবদুর রহিম সাকি (অর্থ ও পরিকল্পনা), ইশরাক হোসেন (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক), ফারজানা শারমিন (মহিলা ও শিশু; সামাজিক কল্যাণ), শেখ ফরিদুল ইসলাম (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু; ধর্ম; আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়), মোঃ নুরুল হক নূর (শ্রম ও কর্মসংস্থান; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান), ইয়াসির খান চৌধুরী(তথ্য ও সম্প্রচার), এম ইকবাল হোসেন (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ), এম এ মুহিত (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি), আহমেদ সোহেল মনজুর (বাসস্থান ও জনকাজ কার্যাদি), বোব্বি হাজ্জাজ (শিক্ষা; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা), আলী নিউয়াজ মাহমুদ খাইয়াম (সাংস্কৃতিক বিষয়াদি)

• **উপদেষ্টাগণ:** ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ১০ জনের মধ্যে ৫ জন মন্ত্রীর পদমর্যাদা পেয়েছেন। রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস, নজরুল ইসলাম খান ও রুহুল কবির রিজভী। এছাড়াও যারা উপদেষ্টা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী মর্যাদায় দায়িত্ব পেয়েছেন তাদের নাম,পদবি, দায়িত্ব/মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিম্নে আলোচনা করা হল।

• মন্ত্রীর পদমর্যাদায় মাননীয় উপদেষ্টাগণ: ১. মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ (রাজনৈতিক উপদেষ্টা), ২. নজরুল ইসলাম খান(রাজনৈতিক উপদেষ্টা)/কৃষি মন্ত্রণালয়, ৩. রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ (রাজনৈতিক উপদেষ্টা)/শিল্প মন্ত্রণালয়, ৪. মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়), ৫. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর (অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)।

• প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় মাননীয় উপদেষ্টাগণ: ১. হুমায়ুন কবির (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), ২. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শামসুল ইসলাম(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়), ৩. ডাঃ জাহেদ উর রহমান (পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি), ৪. মাহ্দী আমিন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়), ৫. রেহান আসিফ আসাদ (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞানও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি শপথগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তারেক রহমান-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী, পূর্ণমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের দায়িত্ব বণ্টন থেকে স্পষ্ট হয় যে প্রশাসনিক কাঠামোকে সমন্বিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভায় অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি নতুন নেতৃত্বের অন্তর্ভুক্তি সরকারের নীতি-নির্ধারণে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে উপদেষ্টা পরিষদে রাজনৈতিক ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সংযুক্তি নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা যায়। সামগ্রিকভাবে, নতুন সরকারের দায়িত্ব বণ্টন ও প্রশাসনিক বিন্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে একটি কাঠামোবদ্ধ ও দায়িত্বশীল পরিচালনব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

পারস্পরিক হুমকি অথবা মারণাস্ত্র দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না - পোপ চর্তুদশ লিও

মধ্যপ্রাচ্য ও ইরানে সম্প্রতি সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে পুণ্যপিতা চতুর্দশ লিও রবিবারের দূত সংবাদ প্রার্থনার পর প্রদত্ত বক্তব্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পারস্পরিক হুমকি অথবা ধ্বংস, বেদনা এবং মৃত্যুর বীজ বপনকারী অস্ত্র দিয়ে স্থিতিশীলতা ও শান্তি স্থাপিত হয় না কিন্তু যুক্তিসঙ্গত, খাঁটি ও দায়িত্বশীল সংলাপের মধ্যদিয়েই শান্তি স্থাপিত হতে পারে। সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে ব্যাপক ক্ষতির ব্যাপারে পোপ মহোদয় সতর্ক করে দেন। তিনি আরো বলেন, ভয়ানক এক বিপর্যয়ের প্রবল সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়ে আমি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছে একান্তভাবে এ অনুরোধ রাখছি যে, সহিংসতার এই ঘূর্ণাবর্ত নরকে পরিণত হবার আগেই তা থামানোর নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করুন। পোপ লিও প্রত্যাশা করেন শান্তির অন্বেষণে দেশগুলো যেন সংলাপে ফিরে আসে। তিনি বলেন, কূটনীতি যেন তার হারানো ভূমিকা ফিরে পায় এবং যে জনগণ ন্যায্যতার ভিত্তিতে সহাবস্থানের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে জনগণের কল্যাণ যেন ত্বরান্বিত হয়। আর আসুন, আমরা সকলে শান্তির জন্য প্রার্থনা অব্যাহত রাখি।

গত শনিবার ইস্রায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে তেহরান ও ইরানের কয়েকটি শহরে বিমান হামলা শুরু করে। এর জবাবে ইরান ইস্রায়েল ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে যেখানে আমেরিকার ঘাঁটি রয়েছে সেখানে হামলা চালায়। পরবর্তীতে, দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থাগুলো সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খানের মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করে, যিনি ৩৭ বছর ধরে ইরান শাসন করছিলেন।

গত ২ মার্চ তারিখে পুণ্যপিতা তাঁর কাস্তেল গান্দলবোর বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে বলতে বিশ্বকে এক অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'শান্তির জন্য কাজ করুন' এবং 'অস্ত্র ছাড়াই সমাধান খুঁজুন'। এছাড়াও শান্তির জন্য প্রার্থনা করুন ও ঘৃণা কমান। মধ্যপ্রাচ্যে হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়াতে বিশ্বজুড়ে ভয় ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় পোপ মহোদয় শান্তির মূল লক্ষ্য অনুসরণ করার উপর জোর দেন। একই সাথে তিনি সবাইকে সংলাপ উৎসাহিত করতে সত্যিকারের প্রচেষ্টা চালাতে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য অস্ত্রহীন উপায় খুঁজতে আহ্বান করেন। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্নস্থানে অবস্থিত আমেরিকার সেনাঘাঁটিতে ইরানের পাল্টা বোমাবর্ষণের প্রসঙ্গ টেনে পুণ্যপিতা বলেন: পারস্পরিক হুমকি বা অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে স্থায়িত্ব ও শান্তি অর্জিত হয় না। অস্ত্র কেবল ধ্বংস, দুর্ভোগ আর মৃত্যুই বয়ে; যুদ্ধ সমস্যার সম্ভবপর সমাধান হলো যুক্তিপূর্ণ, আন্তরিক ও দায়িত্বশীল সংলাপ।

আরবের রাণী মা মারীয়া আমাদের আগলে রাখুন ও শান্তি দান করুন -বিশপ মার্তিনেল্লী

ইরানে আমেরিকা ও ইসরায়েলের হামলার পর বিশপ মার্তিনেল্লী খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে শান্তি ও জনগণের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ করেন। ইরান যুদ্ধে বোমাবর্ষণের ফলে উপসাগরীয় অঞ্চল যখন চরম বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে, তখন দক্ষিণ আরবের অ্যাপোস্টোলিক ভিকার বিশপ মার্তিনেল্লী সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান এবং ইয়েমেনে বসবাসরত কাথলিকদের 'শান্তি ও পুনর্মিলনের জন্য রোজারিমালা' প্রার্থনা করতে আহ্বান জানান। ভাটিকান নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই অঞ্চলটিকে আরবের রাণী মা মারীয়ার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে যেন তিনি সকলকে আগলে রাখেন; অঞ্চলের প্রতিপালক সাধু পিতর ও সাধু পল যেন এখানকার জনগণকে রক্ষা করেন এবং আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মধ্যস্থতায় যেন এখানে শান্তি আসে। কাথলিকদের প্রতি তাঁর আহ্বান অব্যাহত রেখে বিশপ মার্তিনেল্লী তাদেরকে প্রার্থনায় ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ করেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

World concern

Job Opportunity

World Concern is a Christian global relief and development agency that extends opportunity and hope to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve nearly 5 million people in 16 countries, focusing on food security, child protection, education, maternal and child health, microfinance, vocational training, clean water and sanitation, and disaster response. World Concern in Bangladesh is seeking a dynamic and experienced **Project Manager** for its Family Development for Children with **Scholarship (FDCS)** Project based in Barisal. If you have the relevant qualifications and experience and are confident in your ability to make a meaningful impact, we encourage you to apply.

For detailed information on the job description and required qualifications, please refer to the link below.

https://qrcc.me/tbbji13iq8cw

Application Deadline: 15 March 2026

বিজ্ঞ/৪৯/২৬

মরুভূমি পেরিয়ে পুনর্জন্ম

শহরের এক কোণে থাকত ডেভিড নামে এক কিশোর। সে পড়াশোনায় ভালো, খেলাধুলায় সবার আগে, গানেও প্রশংসিত। কিন্তু তার হৃদয়ের ভেতর ছিল এক অদৃশ্য অহংকার। সে মনে মনে ভাবত–"আমিই সেরা।" বন্ধুরা ভুল করলে সে উপহাস করত। কেউ পিছিয়ে পড়লে বলত, "তুমি পারবে না।" বাইরে সে উজ্জ্বল, কিন্তু ভেতরে ছিল এক শুষ্কতা– যেন মরুভূমি।

তপস্যাকালের প্রথম রবিবারে যাজক বললেন, "যিশু চল্লিশ দিন মরুভূমিতে উপবাস ও প্রার্থনায় কাটিয়েছিলেন। মরুভূমি কেবল বালুর স্তূপ নয়; এটি আত্মার পরীক্ষা। সেখানে মানুষ নিজের দুর্বলতার মুখোমুখি হয়।"

এই কথা ডেভিডের মনে গভীর ছাপ ফেলল। সে ভাবতে লাগল–তার নিজের মরুভূমি কোথায়?

সে বুঝল–তার মরুভূমি হলো অহংকার, অস্থিরতা, অন্যকে ছোট করার অভ্যাস।

সেদিন সে একটি খাতা বের করে লিখল: 'এই ৪০ দিনে আমি বদলাতে চাই।' সে কিছু প্রতিজ্ঞা করল– কাউকে অপমান করবে না, প্রতিদিন অন্তত একটি ভালো কাজ করবে, অযথা সময় নষ্ট না করে প্রার্থনা ও নীরবতায় সময় দেবে, সামাজিক মাধ্যমে অহংকারপূর্ণ ছবি বা মন্তব্য করবে না, নিজের ভুল লিখে রাখবে এবং সংশোধনের চেষ্টা করবে।

প্রথম সপ্তাহেই কঠিন পরীক্ষা এল।

স্কুলে নতুন এক ছাত্র এল–নাম স্যামুয়েল। সে একটু দুর্বল ছাত্র। কয়েকজন তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করল। আগের মতো হলে ডেভিডও হাসত। কিন্তু এবার তার মনে পড়ল নিজের প্রতিজ্ঞা।

সে স্যামুয়েলের পাশে গিয়ে বলল, "চলো, আমরা একসঙ্গে পড়ি। তুমি পারবে।"

স্যামুয়েলের চোখে কৃতজ্ঞতার জল চিকচিক করল। সেই মুহূর্তে ডেভিড এমন এক শান্তি অনুভব করল, যা কোনো প্রতিযোগিতায় জিতে কখনো পায়নি।

দ্বিতীয় সপ্তাহে সে বুঝল, নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা আরও কঠিন। একদিন ছোট বোন তার প্রিয় বইয়ে আঁকিবুঁকি করে ফেলল। রাগে তার গলা শুকিয়ে গেল। কিন্তু চিৎকার না করে সে গভীর শ্বাস নিল, মনে মনে প্রার্থনা করল। তারপর শান্তভাবে বলল, "আর এমন করো না।"

তার মা অবাক হয়ে তাকালেন। তিনি বুঝলেন– ছেলের ভেতরে কিছু বদলাচ্ছে।

তৃতীয় সপ্তাহে ডেভিড নিজের পুরোনো আচরণ নিয়ে লজ্জা পেল। সে কয়েকজন বন্ধুর কাছে গিয়ে বলল, "আমি আগে তোমাদের কষ্ট দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করো।"

বন্ধুরা বিস্মিত হলেও তাকে জড়িয়ে ধরল। সেই দিন ডেভিড বুঝল, ক্ষমা চাওয়া দুর্বলতা নয়; এটি শক্তির চিহ্ন।

চতুর্থ সপ্তাহে সে স্থানীয় এক দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করতে শুরু করল। নিজের কিছু সঞ্চয় দিয়ে খাবার কিনে দিল। সে বুঝতে পারল–দান করলে সম্পদ কমে না; বরং হৃদয় বড় হয়।

দিনগুলো ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। তার খাতার পাতাগুলো ভরে উঠল অভিজ্ঞতায়–

কোথাও ব্যর্থতা, কোথাও সাফল্য।

কখনো রাগে হেরে গেছে, আবার ক্ষমা চেয়ে জিতেছে।

ডেভিডের মনে হলো–তার হৃদয়ও যেন নতুন করে জীবিত হয়েছে।

সে শুধু চল্লিশ দিন পার করেনি; সে নিজের ভেতরের মরুভূমি পেরিয়ে এসেছে।

সে বুঝল–

তপস্যাকাল মানে কষ্টের সময় নয়; এটি পরিবর্তনের সময়।

এটি আত্মসমালোচনার আয়না, ক্ষমার পথ, নম্রতার শিক্ষা এবং ভালোবাসার অনুশীলন।

গির্জা থেকে বেরিয়ে সে আকাশের দিকে তাকাল। ভোরের আলোয় তার চোখে ছিল শান্তির দীপ্তি।

সে মনে মনে বলল–

"আমি নতুনভাবে বাঁচব।"

তপস্যাকাল আমাদের শেখায়– আত্মসংযম, নম্রতা, ক্ষমা ও দানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অন্তরের মরুভূমিকে আশীর্বাদের বাগানে পরিণত করতে পারে। সত্যিকারের পরিবর্তন বাইরে নয়, হৃদয়ের গভীরে শুরু হয়।

তোমার প্রেমে

সপ্তর্ষি

আমি দরিদ্র-নিঃস্ব তবুও হৃদয় আমার ধনী
তোমার ভালবাসায় পাই শান্তি অনুপমী
পৃথিবী হাসায় কখনোবা কাঁদায় আমায়
তবু তুমি আছো প্রভু আমার পাশে সদায়।

যিশু তুমি আমার জীবন পথের আলো
তোমার স্নেহে অন্ধকার হলো ভালো
দরিদ্র-নিঃস্ব আমি তবু তোমার সন্তান
তোমার প্রেমে খুঁজে পাই জীবন আমার।

টাকার অভাব তবুও আছে মন ভরা আশা
তোমার কৃপায় মিটে জীবনের তৃষা
মানুষের শুধু দেখনা তার বাহ্যিক পরিচয়
তুমি দেখো হৃদয়, সেখানে তোমার জয়।

পৃথিবী ছোট কিন্তু তোমার রাজ্য বড়
তোমার কাছে সব হবে সহজ ও সরল
আমি গাইব তোমার সদা গুণগান
তোমার প্রেমে থাকব আমি চিরকাল।

চট্টগ্রামের দিয়াং এ মা মারীয়ার তীর্থ অনুষ্ঠিত

এলড্রিক বিশ্বাস: গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ সকাল সাড়ে ৮টায় ক্রুশের পথের মাধ্যমে দিয়াং-এ মা মারীয়ার তীর্থের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় । হাজারো খ্রিস্টভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানানোর মিলন অনুষ্ঠান। এরপর ছিল খ্রিস্টযাগ উৎসর্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপনকারীদের ঘোষণার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা। তীর্থানুষ্ঠানে আগত ৫০ জন পুরোহিত ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি বেদী মঞ্চে শোভাযাত্রা করে প্রবেশ করেন এবং মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার বলেন, আমরা প্রার্থনা, উদ্দেশ্য ও মানত নিয়ে মা মারীয়ার কাছে দিয়াং এ আসি। তিনি তা পূরণ করেন। আমরা যা চাই তার থেকে বেশী দয়া, অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ পাই মা মারীয়া থেকে। তিনি সবাইকে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানান। এবারের তীর্থের মূলভাব ছিল "মারীয়া বলে উঠলেন, আমার অন্তর গেয়ে উঠে প্রভুর জয়গান।"

বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রাতে চট্টগ্রামের আনোয়ারা'য় দিয়াং-এ মা মারীয়ার তীর্থ শুরু হয় বিকেল সাড়ে ৪ টায় ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স এর খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে। রাতে ছিল মোমবাতির শোভাযাত্রা। আলো আধারীতে মোমবাতি হাতে পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে জ্যোতির্ময় পঞ্চ নিগূঢ়ততত্ব ধ্যান ও প্রার্থনা করা হয়। আধ্যাত্মিক গান ছিল স্বল্প শীতে মোহনীয় আকর্ষণ। দুইদিনের অনুষ্ঠানে দুপুরের আহার বিতরণ করে দিয়াং খাদ্য কমিটি। রাতে ও পরদিন দুপুরে আহারের ব্যবস্থা করে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিকি ডায়েস। এছাড়া মেলায় ছিল মূর্তি, ধর্মীয় পুস্তক, রোজারী মালা, ক্রুশ, মেডেল, ছবিসহ হরেকরকম স্টল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৭ হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসী তীর্থে অংশ নেয়।

চড়াখোলায় উদ্‌যাপিত হলো একুশে বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে চড়াখোলা স্বর্গোন্নীতা মা-মারীয়া'র গির্জার মাঠপ্রাঙ্গণে বইয়ের ডাক-এর আয়োজনে উদ্‌যাপিত হলো দিবস ব্যাপি একুশে বইমেলা। উক্তদিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। দিনের শুরুতে ভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন তিনি। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ অল্প সময়ের মধ্যে হলেও মানুষের মধ্যে চিন্তা চেতনা বিকশিত হয়েছে এবং আরো সামনের দিকে যাচ্ছে। কারণ আমাদের এই ভাষার জন্যে যুবকদেরকে প্রাণ দিতে হয়েছে। বিশ্ব এই একুশে ফেব্রুয়ারিকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের একটি বিষয়। খ্রিস্টযাগ শেষে প্রধান অতিথি-সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দগণ পতাকা মঞ্চে এসে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা ও ভাষা শহীদদের স্মরণে কালো পতাকা উত্তোলন করেন সেই সাথে ভাষার গান চলাকালে শহীদদের সম্মানে অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন। এরপর বইয়ের ডাক-এর আয়োজনে একদিন ব্যাপি বইমেলার শুভ উদ্বোধন করেন ড. আগষ্টিন ডি'ক্রুজ। বইমেলার আয়োজক প্রণব স্টিফেন কস্তা বলে, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ৫ জানুয়ারি চড়াখোলা গ্রামের একজন বইপ্রেমিকের উদ্যোগ এবং আর্থিক সহযোগিতায় ও গ্রামের পাঁচজন যুবক-যুবতির অক্লান্ত পরিশ্রমে সেইসাথে ফাদার বুলবুলের উপস্থিতিতে এই বইমেলার যাত্রা শুরু হয়। আমাদের এই বইমেলার উদ্দেশ্য, আমরা যেন মানুষকে বইয়ের কাছে নিতে

পারি। এছাড়া গ্রামের যারা ঢাকার বইমেলায় যেতে পারে না বই কিনতে পারে না তাদের কাছে কিভাবে বইকে নিয়ে যাওয়া যায় এই চিন্তা ভাবনা করেই আমরা বইমেলার আয়োজন করেছি। স্টলের একজন বলে, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আমরা বইমেলার আয়োজন করেছি। আমরা বই পড়তে পছন্দ করি, বই পড়ার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারি। সবাইকে অনুরোধ করি সকলে যেন বেশি করে বই পড়ে। বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়াদিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি টানে।

দুঙ্গু পণ্ডিতের স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২০-২২ ফেব্রুয়ারি চড়াখোলা সততা খ্রিস্টান সংস্থার আয়োজনে দুঙ্গু পণ্ডিতের (পিটার ডমিনিক রোজারিও) স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী চড়াখোলা স্বর্গোন্নীতা মা মারীয়ার গির্জার মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রথমদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত পালাগানের দল দুঙ্গু পণ্ডিতের রচিত সকল পালাগান মঞ্চে পরিবেশন করে। সকাল নয়টা ঘটিকায় সাধু আন্তনীর পালাগান দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করে। এরপর বিকালে কষ্টের গান, আলমারগীত ও বৈঠকি'র গানের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্তি করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন উপলক্ষে সকালে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি খ্রিস্টযাগের উপদেশে প্রথমে ভাষা দিবস নিয়ে কথা বলেন এবং পরে দুঙ্গু পণ্ডিতের বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আজ আমরা পিটার ডমিনিক রোজারিও-এর স্মরণে এখানে এসেছি। তিনি অনেক ধর্মীয়গান রচনা করে গেছেন যা অনেক গভীর ও অর্থপূর্ণ এবং মনের মধ্যে অনেক ভক্তিভাব জাগরণ করে। তাই যারা দায়িত্ববান আছেন তারা যেন এই সকল গানগুলি হারিয়ে যাওয়ার আগে সংরক্ষণ করে রাখে। তিনি আরো বলেন, এটি চড়াখোলার একটি সংস্কৃতিমনা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। খ্রিস্টযাগ শেষে অতিথিবৃন্দদের আসনগ্রহণ ও জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা ও ভাষা শহীদদের স্মরণে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর মঞ্চে দুঙ্গু পণ্ডিতের স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। এরপর ভাষার গানের মধ্য দিয়ে অতিথিবৃন্দগণ অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের সম্মানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অতপর সম্মানিত অতিথি ড. আগষ্টিন ডি'ক্রুজ বইয়ের ডাক-এর আয়োজিত একুশে বইমেলা শুভ উদ্বোধন করেন। এরপর সকল অতিথিবৃন্দ মঞ্চে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। বিকালে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শেষ করা হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি বিকাল ছয় ঘটিকায় দুঙ্গু পণ্ডিতের রচিত যিশুর জন্ম, জীবন দর্শন, ক্রুশীয় যাতনাভোগ ও পুনরুত্থান ভিত্তিক পালাগান মঞ্চে পরিবেশন করা হয়। সেখানে সৃষ্টিকর্ম থেকে শুরু করে যিশুর জন্ম বাণী প্রচার, ক্রুশীয় যাতনাভোগ ও পুনরুত্থান সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়। শেষে সমাপন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তিনদিনের কর্মসূচির সমাপ্ত করা হয়।

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো রোজারিমালা বিষয়ক সেমিনার

অর্ণেট ব্লেইজ পেরেরা: "যে পরিবার একসঙ্গে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একসঙ্গে বাস করে" মুলসূরকে কেন্দ্র করে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো হলিক্রস রোজারি মিনিস্ট্রিজ বাংলাদেশের উদ্যোগে বিশেষ আধ্যাত্মিক কর্মসূচি। ১৬০ জন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ক্রুশের পথের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর ছিলো পবিত্র খ্রিস্টযাগ। হলিক্রস ফ্যামিলি মিনিস্ট্রিজ বাংলাদেশের পরিচালক ফাদার রুবেন ম্যানুয়েল গমেজ সিএসসি রোজারিমালা প্রার্থনা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রার্থনার শক্তি এবং রোজারিমালার মাধ্যমে পরিবারকে কীভাবে খ্রিস্টের আরও নিকট আসা যায়, তা তুলে ধরেন। তিনি মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় প্রতিদিন রোজারিমালা প্রার্থনার আহ্বান জানান এবং বলেন, এই প্রার্থনাই পরিবারে শান্তি, সাহস ও

পথনির্দেশনা এনে দেয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত সাক্ষ্য অনুষ্ঠানকে আরও অর্থবহ করে তোলে। অনেকে মা মারীয়ার মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত আশীর্বাদ ও জীবনের পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন, যা উপস্থিত সকলকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। পাশাপাশি একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়, যেখানে মা মারীয়ার বিস্ময়কর কার্যাবলি ও বিশ্বখ্যাত দর্শনগুলোর কথা তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীরা এসব দৃশ্য ও বর্ণনার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মা মারীয়ার উপস্থিতি ও তাঁর বার্তার তাৎপর্য নতুন করে উপলব্ধি করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয় 'রোজারি প্রিস্ট' নামে খ্যাত ফাদার প্যাট্রিক পেইটন সিএসসি-এর জীবন ও মিশন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি "যে পরিবার একসঙ্গে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একসঙ্গে বাস করে" বার্তা নতুন প্রজন্মের মাঝেও গভীর প্রভাব ফেলে। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিদিন রোজারিমালা প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি, পারিবারিক প্রার্থনা জীবনকে শক্তিশালী করা, তরুণদের মধ্যে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং সন্তানদের আধ্যাত্মিক গঠনে পিতামাতার ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। অনুষ্ঠানে রোজারিমালাকে কেবল একটি প্রার্থনা হিসেবে নয়, বরং খ্রিস্টের সঙ্গে গভীর ঐক্য ও পরিত্রাণের পথে এক বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ বরেন্দ্রদূত সংবাদ

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি'র ভস্ম বুধবারের মধ্য দিয়ে তপস্যাকাল শুরু হয়েছে। তাই তপস্যাকাল/প্রায়শ্চিত্তকাল ও পুনরুত্থানকালে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

এছাড়াও ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠাতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট (CTSP)

(কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান)

৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত **"মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রজেক্ট (MTTP)"** এর ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ট্রেডে আগামী এপ্রিল ২০২৬ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরিভিত্তিতে ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি হতে এস.এস.সি (খ) বয়সসীমা: ছেলে/পুরুষ: ১৬-২২ বছর, মেয়ে/ নারী: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), (গ) বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/অবিবাহিত (ঘ) পারিবারিক অবস্থা: অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুবা নারী (ঙ) অগ্রাধিকার: আদিবাসী, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য

যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন (চ) সুইং মেশিন অপারেশন এন্ড মেইন্টেনেন্স (ছ) টেইলারিং এ্যান্ড এমব্রয়ডারি (জ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটেনিং (ঝ) বিউটিফিকেশন। এছাড়াও ✓ কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; ✓ সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা প্রদান এবং ✓ পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।
কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস/ ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, অনাবাসিক, কোর্স ফি ৫,০০০-৮,০০০ টাকা (অঞ্চলভেদে নির্ধারিত হয়)	

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড সকলের (ছেলে/মেয়ে/পুরুষ/নারী) জন্য উন্মুক্ত।

৪। যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে;

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি;

৫। এলাকাভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল -৮২০০ ফোন: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল এডুকেশন) কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন: ০১৭২৪-৯০৩৪৯৩	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০ ফোন: ০১৭১২৮৮১৩৬৯	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি, ১/ডি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬ ফোন: ০১৭২৩১৪৫৭০৬
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই, বায়েজিদ বোস্তামি রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৯২১৮০৪০৮৩	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ ২২০০, ফোন: ০১৬২৫১১৩১৭৫	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর, ফোন: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	ইনচার্জ, সিটিএসপি কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২, আউটার সার্কুলার রোড শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭ ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮৩১৫৪০৬-৯

বিজ্ঞ/৪৮/২৬

স্বর্গধামে যাত্রার নবম বছর

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাবা কতদিন, কতদিন, দেখিনা তোমায়
কেউ বলেনা তোমার মত 'কোথায় খোকা ওরে বুকে আয়'
বাবা কত রাত, কত রাত দেখিনা তোমায়
কেউ বলেনা 'মানিক কোথায় আমার, ওরে বুকে আয়'

বাবা, তুমি আমাদের মাঝে নেই আজ প্রায় ৯ বছর হতে চলেছে, কিন্তু তুমি আমাদের ভালোবাসা ও স্মৃতির পাতায় আজো বেঁচে আছো, ছিলে এবং সব সময়ই থাকবে। তুমি শুধু আমাদের বাবা ছিলে না আমাদের সবচাইতে ভালো বন্ধু। আমরা বিশ্বাস করি বাবা তুমি স্বর্গে আছো এবং খুব ভালো আছো এবং স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করছো। যেন তোমার রেখে যাওয়া আদর্শকে ধারণ করে আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উদ্‌যাপন করতে পারি এবং জীবনের শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত অনিল পেট্রিক রোজারিও
জন্ম: ১১ নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

তোমার রেখে যাওয়া ভালোবাসার

স্ত্রী: সরলা রোজারিও
বড় ছেলে ও ছেলে বউ: প্রেমানন্দ রোজারিও ও প্রিয়াংকা গমেজ
মেঝ ছেলে ও ছেলে বউ: ডিলোন রোজারিও ও অলগা কস্তা
ছোট ছেলে ও ছেলে বউ: চিন্ময় রোজারিও ও লাক্সমি ক্রুজ
নাতি: এলড্রিচ পেট্রিক রোজারিও
এড্রিয়ান আন্তনী রোজারিও
ভিভিয়ান আন্তনী রোজারিও
এনসেল নিকোলাস রোজারিও

বিজ্ঞ/৪৬/২০২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube:@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ০৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 08
Regd. No. DA-33
❖ 8 -14 March, 2026, ২৩ - ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা- ২০২৫

বান্দুরা হলি ক্রস স্কুল অ্যাণ্ড কলেজের সাফল্য

ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ বান্দুরা হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে দোহার-নবাবগঞ্জ থানা সহ বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীদের অন্তর-আত্মা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তোলার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি সূচনালগ্ন থেকে শিক্ষার্থীদের মেধা-মনন ও চারিত্রিক গঠন দান এবং ফলাফলের দিক দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত সময়ে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কারণে ফলাফলে কিছুটা ভাটা পড়লেও এ বছর জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। নবাবগঞ্জ উপজেলায় ২৭ জন ছেলেদের কোটার মধ্যে ১৩ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে এদের মধ্যে ৪ জন ট্যালেন্টপুলে এবং ৯ জন সাধারণ গ্রেডে। এটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সত্যিই একটি গর্বের বিষয়। প্রতিষ্ঠানটির এই গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, গভর্নিং বডির সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছান্তে
স্কুল কর্তৃপক্ষ

বিজ্ঞ/৪৪/২০২৬

লেখা আহ্বান

প্রায়শ্চিত্তকাল ও পুনরুত্থান সংখ্যার জন্য

১৮ ফেব্রুয়ারি ভস্ম বুধবার দিয়ে শুরু হয়েছে এ বছরের প্রায়শ্চিত্তকাল। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়াকাজ হলো প্রায়শ্চিত্তকালের মূল তিনটি স্তম্ভ। উক্ত বিষয়গুলোসহ তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক আপনার মূল্যবান যেকোন লেখা পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। তাই আপনার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, ছোটদের আসর (অংকিত ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি), সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, পত্রবিতান, মতামত আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন ২০ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা। আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে।

যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই 'পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইল-এ পাঠালে Sutonny ফন্ট এবং Windos 97 এ কনভার্ট করে ই- মেইল-এ বিষয় অবশ্যই 'পুনরুত্থান/ লিখবেন। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত। - *সম্পাদক*

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
wklypratibeshi@gmail.com

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org